

কবিতার ছন্দে জাহান্নামের বর্ণনা

# কবিতায় জাহান্নাম

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুতীর

প্রথম প্রকাশ:

জিলহজ্জ-১৪৩৮ হিজরী  
সেপ্টেম্বর-২০১৭ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

bestkitab.weebly.com

almunirabdullah@gmail.com

মূল্যঃ ৪০ টাকা।

## জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশ

### [১] - হাশরের ময়দানে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا) “সেদিন পৃথিবীকে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হবে”। [ত-হা/১০৬] পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, সেখানে আপনি কোনো উঁচু নিচু দেখতে পাবেন না এবং একজন ব্যক্তি যদি আহ্বান করে তবে সকলের কানে সে ডাক সরাসরি পৌঁছে যাবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে তাবারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীর বুকে কোনো উঁচু নিচু টিবি থাকবে না, পাহাড় পর্বত বা গাছপালা থাকবে না।

এই কথাটিই হাদিসে সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ، كَفَرَصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ) মানুষের হাশর হবে লালচে ধরণের সাদা জমিনের উপর যেখানে কারো কোনো চিহ্ন থাকবে না। [বোখারী ও মুসলিম] কারো কোনো চিহ্ন থাকবে না একথার ব্যাখ্যায় ইমাম নাবী শারহে মুসলিমে এবং ইবনে হাযার আল আসকালানী ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, সেখানে কোনো বাড়িঘর বা যা কিছু মध्ये রাস্তা চেনা যায় যেমন পাহাড় পর্বত উঁচু পাথর ইত্যাদি কোনো কিছুই থাকবে না।

### [২] - কঠিন বিচার দিনে

একটি হাদিসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ মা আয়েশা ʿরাকে বলেন, হাশরের দিন সকল মানুষ পোশাক বিহীন অবস্থায় উঠবে। আয়েশা ʿরাক একথা শুনে বলেন, নারী পুরুষ এক সাথে এ অবস্থায় উঠবে, আর তারা এক অপরের দিকে তাকাতে থাকবে।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ) “হে আয়েশা, সেদিন অবস্থা এতই ভয়াবহ হবে যে একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করার সুযোগ থাকবে না”। [বোখারী ও মুসলিম] যেই ভয়াবহ দিনে একজন পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকানোর কথা ভুলে যাবে। কেবল তাই নয় বরং বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি সকল নিকট আত্মীয়দের কথা ভুলে যাবে। তারা সবাই নিজ নিজ হিসাবের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। [আবাসা/ ৩৫] এমনকি একটি হাদীসে বলা হয়েছে, স্বয়ং নবীরাও সেদিন নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন। হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যখন বিভিন্ন নবীদের কাছে গিয়ে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে বলবে তখন নবীরা তাদের বলবেন, (رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا) “আজ আমার রব এতো বেশি রেগে আছেন যে, পূর্বে কখনও তিনি এতো বেশি রাগেননি। ভবিষ্যতেও এত বেশি কখনও রাগবেন না।” [বোখারী ও মুসলিম] এর পর তারা প্রত্যেকেই নিজের কিছু ভুল উল্লেখ করে সুপারিশ করতে অপারগতা জানাবে। শেষে আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ সুপারিশ করবেন।

### [৩] - মিজানের ওজনে

### [৪] - পাপী হবে যে জনে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (والوزن يومئذ الحق) “ওজন যে সেদিন হবে তা সত্য কথা।” এরপর তিনি বলেন, অতএব, যার ওজন ভারি হবে সে সফল হবে আর যার ওজন হালকা হবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [আরাফ/৮,৯] আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আয়েশা ʿরাক একদিন

[৫] - শিকলের বন্ধনে

[৬] - সজোরে টেনে টেনে

[৭] - মালাইকাগণে এনে

[৮] - ফেলে দেবে আগুনে

[৯] - ফটক উন্মোচনে

ফটক বলতে বোঝায় সদর দরজা। মহান রব্বুল

আলামীন বলেন, ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ هَٰئِهِمْ ( إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَحَثُوا أَبْوَابَهَا ) “যারা কাফির তাদের জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জাহান্নামের নিকট পৌঁছে যাবে তখন জাহান্নামের দরজা খোলা হবে।” [যুমার/৭১] অন্য আয়াতে এসেছে, ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ ) “জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে। প্রতিটি দরজা দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রবেশকারী প্রবেশ করবে।” [হিজর/৪৪] এখানে সাতটি দরজা বলতে সাতটি স্তর বোঝানো হয়েছে যা উপর থেকে নিচে অবস্থিত। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ( وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ) “জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে একটি অন্যটির নিচে অবস্থিত।” [মুসনাদে আহমদ] যে স্তর যত নিচু সে স্তরের শাস্তির পরিমাণ ততই বেশি। যার আমল যত খারাপ সে তত নিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। পবিত্র কুরানে বলা হয়েছে, ( إِنَّ الْأُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) “মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।” [নিসা/১৪৫]

سِيقَ إِلَيْهَا تَلَقَّيْنَهُمْ بِعُغْفٍ، وَنَفَحَهُمْ نَفْحَةً لَمْ تَثْرُكْ لَحْمًا عَلَى سِيقٍ (عَظِيمٍ إِلَّا أَلْفَنُهُ عَلَى الْعُرْفُوبِ) “জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামের কাছে নিয়ে আসা হবে তখন সে হিংস্রতার সাথে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। আগুনের এক ছোবলে তার মাংশ গোড়ালির কাছে এসে পড়বে।” [বাহু ওয়ান নুশুর] ইবনে আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত আছে, (تَلَقَّيْنَهُمْ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الْحَبَّ) “যেভাবে পাখি শস্যদানা গলধঃকরণ করে জাহান্নাম সেভাবে কাফির ও মুনাফিকদের গলধঃকরণ করবে।” [কুরতুবী]

### [১৩] - জাহীমের গহনে

গহন অর্থ হলো গভীর। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ) “মিজানের পাল্লায় যার ওজন হালকা হবে তার স্থান হাবিয়া (هاوية) দোজখ।” [কুরিয়া/৯] আরবীতে হাবিয়া (هاوية) শব্দের অর্থ হলো যা পতিত হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন, (وَسُمِّيَتِ النَّارُ هَاوِيَةً، لِأَنَّهُ يَهْوَى فِيهَا مَعَ بُعْدٍ) “জাহান্নামকে হাবিয়া নাম করণের কারণ হলো, জাহান্নামে গভীরতা অত্যাধিক বেশি আর জাহান্নামী ব্যক্তি সেই গভীর জাহান্নামে পতিত হবে।” [তাফসীরে কুরতুবী] হাদীসে এসেছে, একদিন সাহাবায়ে কিরাম রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বসে ছিলেন। হঠাৎ তারা একটা শব্দ শুনতে পান। রসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, এটা কিসের শব্দ জানো? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তার রসুল অধিক অবগত। তখন তিনি বললেন, (هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ) “এটা হলো একটা পাথর যা সত্তর বছর আগে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এতদিন

সেটা জাহান্নামে পতিত হচ্ছিল। এখন সেটা তার নিচে পৌঁছালো।” [সহীহ মুসলিম]

### [১৪] - আগুনের লেহনে

লেহন অর্থ জিহবা দিয়ে কোনো কিছু চাটা। আগুনের মধ্যে যে কোনো দাহ্য পদার্থ ছুড়ে ফেললে যেভাবে চারিদিক থেকে আগুন ছুটে এসে সেটাকে ঘিরে ধরে দপ করে জ্বলে ওঠে তেমনি জাহান্নামীরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের সারা দেহে আগুন জ্বলে উঠবে। ঠিক যেনো কোনো হিংস্র জন্তু পছন্দের খাবার পেয়ে জিব দিয়ে চেটে তার স্বাদ আস্বাদন করছে। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (تَلْفَحُ وَجُوهِهِمُ النَّارُ) “তাদের মুখের উপর আগুন লেগে যাবে” [মু’মিনুন/১০৪] অন্য আয়াতের এসেছে, (وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ) “আগুন তাদের মুখের উপর ঘিরে ধরবে” [ইব্রাহীম/৫০] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (لَا يَكْفُونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ) “তারা সামনে বা পিছনের কোনো দিকের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না।” [আম্বিয়া/৩৯] মহান আল্লাহ আরও বলেন, (يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) “সেদিন আগুন তাদের উপরের দিক থেকে এবং পায়ের তলা থেকে ঘিরে ধরবে।” [আনকাবুত/৫৫] রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَذُورُ كَمَا يَذُورُ الْجِمَارُ بِرَحَاهُ) “কিয়ামতের দিন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সাথে সাথে তার নাড়ি ভুড়ি সব বের হয়ে যাবে। তখন সে গাধা যেভাবে মাড়ায় কলের চারিদিকে ঘুরতে থাকে সেভাবে ঘুরতে থাকবে।” [সহীহ বুখারী] অর্থাৎ আগুনে পুড়ে

বা অন্য কোনো কারণে হঠাৎ মানুষের ভীষণ যন্ত্রনা শুরু হলে সে যেমন অকারণে এদিক সেদিক ছুটাছুটি এবং দৌড়দৌড়ি করতে থাকে ঐ ব্যক্তিও যন্ত্রনায় কাতর হয়ে নিজের বের হয়ে আসা নাড়িভুড়ির পাশে চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে। অন্য হাদিসে এসেছে, ( إِنْ جَبْنْتُمْ لَمَّا سَبَقَ إِلَيْهَا أَهْلُهَا يُلْقَاهُمْ لَهَا، ) (ثُمَّ تَلْفَحُهُمْ لَفْحَةً، فَلَمْ يَبْنِقْ لَحْمٌ إِلَّا سَقَطَ عَلَى الْعُرْفُوبِ “যখন জাহান্নামের অধিবাসীদের জাহান্নামের নিকটে নিয়ে আসা হবে জাহান্নামের লেলিহান শিখা তাদের দিকে ছুটে এসে তাদের গায়ে একটি মাত্র ছোবল দেওয়ার সাথে সাথেই তাদের শরীরের সব মাংস খুলে এসে গোড়ালির নিকট ঝুলে পড়বে।” [তাফসীরে ইবনে কাছির]

#### [১৫] - সুন্দর দেহ তার

#### [১৬] - পুড়ে হবে অঙ্গার

অঙ্গার অর্থ মূলত কয়লা। এখানে উদ্দেশ্য হলো আগুনে পুড়ে তাদের দেহ কদাকার ও বিকৃত হয়ে যাবে। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ) “সেখানে তাদের চেহারা বিকৃত হবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (تَشْوِيهِ النَّارِ) فَتَقْلَسُ شَفْتُهُ الْغُلْيَا حَتَّى تَبْلَغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِي شَفْتُهُ (السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ سُرَّتَهُ) “আগুন তাদের সিদ্ধ করে ফেলবে ফলে তাদের উপরের ঠোঁট সংকুচিত হতে হতে মাথার মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আর নিচের ঠোঁট ঝুলতে ঝুলতে নাভিতে গিয়ে আঘাত করবে।” [তিরমিযী] সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে যেসকল মু’মিন ব্যক্তি জাহান্নামে সাজা ভোগের পর আল্লাহর রহমতে পুনরায় বের হয়ে আসবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, (فَيَخْرُجُونَ قَدْ امْتَحِشُوا وَعَادُوا حُمًا) “এমন

অবস্থায় তারা বের হবে যে তাদের চামড়া খসে গেছে এবং তাদের শরীর পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এরপর আল্লাহ তাদের সুস্থ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” পাপী মুমিনের যদি এই হাল হয় তবে কাফিরের অবস্থা কি হতে পারে! আল্লাহ আমাদের সকলকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

## জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা

### [১৭] - ভয়ানক সে আগুন

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (فَأَمَّا الَّذِينَ شَفُّوا فَنِي) “যারা হতভাগ্য হবে তারা আগুনে যাবে। সেখানে তারা ভীষণ তর্জন গর্জন শুনতে পাবে।” [হুদ/১০৬] জাহান্নামের বর্ণনা দেওয়ার পর মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (يَخَوْفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَاعِبَادٍ فَاتَّقُونِ) “আল্লাহ তার বান্দাদের এই জিনিসের ভয় প্রদর্শন করেন অতএব ও আমার বান্দারা তোমরা আমাকে ভয় করো।” [যুমার/১৬] তিনি আরও বলেন, (يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى) “আমি তোমাদের গনগনে আগুনের ভয় প্রদর্শন করছি। যেখানে প্রবেশ করবে কেবল প্রচণ্ড হতভাগ্য ব্যক্তি।” [লাইল/১৪] একটি হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ একদিন সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বারবার বলছিলেন, (اتقوا النار) “তোমরা আগুনকে ভয় করো।” আর মুখ বিকৃত করে তাকাচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলেন, (حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) “আমাদের মনে হচ্ছিল তিনি যেনো জাহান্নামের দিকে চেয়ে আছেন।” [সহীহ বোখারী ও মুসলিম] অন্য একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলছিলেন, (أُنْذِرُكُم النَّارَ، أُنْذِرُكُم النَّارَ، أُنْذِرُكُم النَّارَ) “আমি তোমাদের

জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখাচ্ছি, আমি তোমাদের জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখাচ্ছি, আমি তোমাদের জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখাচ্ছি।” এসময় তিনি এতই বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তার কাধে একটি কাপড় ছিল সেটা তার পায়ের কাছে পড়ে যায়। মু'মিনরা এমনিভাবেই জাহান্নামের আগুনকে ভয় করে আর চোখের জলে সে আগুনকে নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। আর যারা দুনিয়াতে ভয় করবে না কিয়ামতের দিন তারা ঠিকই সে আগুনকে ভয় করবে। মহান আল্লাহ সেদিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدَّلَالِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ “আপনি দেখবেন তাদের ভীত এবং অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা তখন আড় চোখে তাকাবে।” [শুরা/৪৫] ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করেন, (يُسَارِفُونَ النَّظَرَ مِنْ شِدَّةِ الْخَوْفِ) “ভীষণ ভয়ে তারা (সরাসরি জাহান্নামের দিকে তাকানোর সাহস হবে না তাই) আড় চোখে তাকাবে।” [তাফসীরে কুরতুবী]

### [১৮] - উত্তাপ বহুগুণ

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এতটুকু আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, (فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةِ) “তারপরেও সেই আগুনকে এই আগুনের উপর সত্তর ভাগ বেশি উত্তাপ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগের উত্তাপ এই আগুনের উত্তাপের সমান।” [মুসলিম] অন্য হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (أَوْقَدَ عَلَى النَّارِ)

أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اَحْمَرَتْ، ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اَبْيَضَتْ، (ثُمَّ أُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فِيَّيْ سَوْدَاءٍ مُظْلِمَةٍ “জাহান্নামের আগুনকে হাজার বছর ধরে জ্বালানোর পর (অধিক উত্তপ্ত হয়ে) তার রঙ লাল হয়ে যায়। তার পর পুনরায় হাজার বছর ধরে জ্বালানোর পর তা (আরও বেশি উত্তপ্ত হয়ে) সাদা হয়ে যায়। এরপর আরও এক হাজার বছর জ্বালাতে তা (সর্বাধিক উত্তপ্ত হয়ে) কালো হয়ে যায়। অতএব, এখন তার রঙ নিকশ কালো এবং অন্ধকার।” [তিরমিযী]

### [১৯] - মাংস ভেদ করে

### [২০] - পৌঁছায় অন্তরে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (كَأَلَّا يُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) (وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْنِئَةِ “তাদের হুতামাতে নিক্ষেপ করা হবে। আর আপনি কি জানেন হুতামা কি? সেটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রজ্বলিত বিশেষ অগ্নি। যার তাপ তাদের অন্তরে পৌঁছাবে।” [হুমাযা/৭] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী ﷺ উল্লেখ করেন, (تَأْكُلُ النَّارُ) جَمِيعَ مَا فِي أَجْسَادِهِمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ إِلَى الْقَوَادِ، خُلِفُوا خَائِفًا (جَدِيدًا، فَرَجَعَتْ تَأْكُلُهُمْ “আগুন তাদের শরীরের সবকিছু খেয়ে ফেলবে। এমনিভাবে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যখন অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন পুনরায় তাদের শরীর সৃষ্টি করা হবে এবং আবার আগুন সেটা পুড়াতে শুরু করবে।” [তাফসীরে কুরতুবী]

### [২১] - লেলিহান শিখা যেনো

### [২২] - হিংস্র জীব কোনো

রব্বুল আলামীন বলেন, (كَأَلَّا إِذَا لَطَى نَزَاعَةً لِلشَّوَى) “তা হলো দাও দাও করে জ্বলে ওঠা গনগনে আগুন যা চামড়া বলসে দেয়।” [মায়ারিজ/১৫,১৬] তিনি



আরও বলেন, (إِنَّهَا تَزْمِي بِشَرِّ كَالْفَصْرِ كَأَنَّهُ جَمَلَتْ صُفْرًا) “সে আগুন থেকে বিরাট বিরাট অটালিকার মতো অতিকায় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বের হবে দেখে যেনো মনে হবে হালকা হলুদ রঙ মিশ্রিত (কালো) উষ্ট্রী।”

[মুরসালাত/৩২,৩৩]

[২৩] - আচানক থাবা মেরে

[২৪] - পাপীলোক নেয় ধরে

আল্লাহ ﷻ বলেন, (تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) “যারা দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে ছিল সেই আগুন তাদের ডাকতে থাকবে।” [মায়ারিজ/১৭] ইমাম কুরতুবী ইবনে আব্বাস রহিমাহু ল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন, (تَدْعُو الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِأَسْمَائِهِمْ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ: إِلَيَّ يَا كَافِرُ،) “জাহান্নাম (إِلَيَّ يَا مُنَافِقُ، ثُمَّ تَلْقَقُطُهُمْ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الْحَبَّ) বিশুদ্ধ আরবীতে কাফির আর মুনাফিকদের নাম ধরে ডাকতে থাকবে। বলবে, হে কাফির হে মুনাফিক এদিকে আয়। এরপর পাখি যেমন শস্যদানা মুখে ভরে নেয় তেমনি তাদের ছোঁ মেরে তুলে নেবে।” [তাফসীরে কুরতুবী] এছাড়া উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, জাহান্নাম থেকে একটা গলা বের হয়ে এসে কাফির লোকদের ধরে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করবে।

[২৫] - আধারের রঙ তার

[২৬] - গভীর অন্ধকার

উপরে আমরা তিরমিযী শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করেছি যেখানে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আগুনকে হাজার হাজার বছর ধরে প্রজ্বলিত করার ফলে প্রথমে লাল, তারপর সাদা এবং শেষে তা কালো রং ধারণ করেছে। হাদীসের শেষে বলা হয়েছে, (فَبَيَّ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةً) “এখন সে আগুন কালো

এবং অন্ধকার।” ইবনে মাযার বর্ণনাতে এসেছে, (فَبَيَّ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ) “সেটা এখন আধার রাতের মতো কালো।” তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যা তুহফাতুল আহওয়াযীতে বলেন, (وَالْقَصْدُ الْإِعْلَامُ بِفِطَاعِهَا وَالتَّخْذِيرُ) “এই হাদীসে উদ্দেশ্য হলো জাহান্নামের আগুনের কদর্যতা ফুটিয়ে তোলা এবং জাহান্নামে যেতে হয় এমন কাজ থেকে সতর্ক করা।” ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করেন, (النَّارُ سَوْدَاءُ،) “জাহান্নামের আগুন হবে কালো, জাহান্নামের বাসিন্দারাও হবে কালো, চারিপাশে যা আছে তার সবই হবে কালো।”

[তাফসীরে কুরতুবী]

[২৭] - প্রচণ্ড গরমে

[২৮] - কষ্টটা চরমে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا) “সেখানে তারা কোনো ঠান্ডা বা পানীয়ের স্বাদ পাবে না কেবল উত্তপ্ত পানি আর রক্ত-পূজ ছাড়া। [নাবা/২৫] মুফাসসিররা বলেছেন, এখানে ঠান্ডা বলতে যে কোনো প্রকারের তৃপ্তিকর ও প্রশান্তিদায়ক বিষয়কে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোনো তৃপ্তিদায়ক কিছু পাবে না। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ঠান্ডা বলতে বোঝানো হয়েছে ঘুম। অর্থাৎ জাহান্নামীরা এক তিল ঘুমাতে পারবে না। [তাফসীরে কুরতুবী] ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, (وَلَا وَاللَّهِ لَا تَسْتَقِرُّ أَفْدَامُهُمْ عَلَى قَرَارٍ أَبَدًا،) “ও লা وَاللَّهِ لَا يَنْتَظِرُونَ إِلَى أَيْدِي السَّمَاءِ أَبَدًا، وَلَا وَاللَّهِ مَا تَلْتَقِي جُفُونَ أَعْيُنِهِمْ عَلَى غَنَضٍ نَوْمٍ أَبَدًا، وَلَا وَاللَّهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا (شَرَابًا أَبَدًا) “আল্লাহর কসম জাহান্নামে প্রবেশের পর তাদের পা কখনও স্থির হবে না (ভয়ে আর

দূর্বলতায় কাপতে থাকবে)। কখনও তারা খোলা আকাশ দেখতে পাবে না (গভীর জাহান্নামের নিকশ কালো অন্ধকারে বন্দি হয়ে থাকবে)। তাদের চোখের পাতায় কোনো দিন এক ফোটাও ঘুম আসবে না। তারা কখনও ঠান্ডা বা পানিয়ার স্বাদ পাবে না। [সিফাতুল্লাহ] এখানে ঠান্ডা বলতে তৃপ্তিদায়ক ঠান্ডা বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের ঠান্ডা জাহান্নামে থাকবে না। তবে কষ্টকর প্রচন্ড ঠান্ডা সেখানে থাকবে। এ ধরনের ঠান্ডাকে ঝামহারীর (زهرير) বলা হয়। সূরা দাহরের ১৩ নং আয়াতে শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক তাফসীর কারকের মতে এর অর্থ হলো, (البرد المفطر) তথা প্রচন্ড ঠান্ডা [তাফসীরে কুরতুবী]। তিনি ইবনে মাসউদ থেকে আরও বর্ণনা করেন, ঝামহারীর হলো জাহান্নামের এক প্রকার শাস্তি। সেটা হলো প্রচন্ড ঠান্ডা। যদি জাহান্নামীকে সেখানে রাখা হয় সে আল্লাহকে ডেকে বলবে আমাকে এক হাজার বছর আগুনের ভিতর রাখুন এখানে এক দিন থাকার চেয়েও সেটাই অধিক সহজ। সুতরাং কষ্টদায়ক ঠান্ডা জাহান্নামে বিদ্যমান থাকবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

### [২৯] - বাতাসেও উত্তাপ

### [৩০] - ছায়ার নিচেও তাপ

মহান রব্বুল আলামীন জাহান্নামীদের বর্ণনা দিয়ে বলেন, (فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مَنْ يَخْمُومٌ لَا بَارِدَ وَلَا كَرِيمٍ) “তারা থাকবে গরম বাতাস, উত্তপ্ত পানি আর কালো ধোয়ার ছায়ার মধ্যে যা মোটেও ঠান্ডা বা তৃপ্তিদায়ক নয়।” [ওয়াকিয়া/ ৪২, ৪৩, ৪৪] এই আয়াতে সামুম শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে, (رِيحٌ حَارَّةٌ مِنَ النَّارِ تَنْفُذُ فِي الْمَسَامِ) “প্রচন্ড গরম

বাতাস যা শরীরের প্রতিটি লোমকূপে প্রবেশ করে।” এই আয়াতে ঘনো কালো ছায়ার কথা বলা হয়েছে অন্য আয়াতে এ ব্যাপারে আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, (انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ) “তাদের বলা হবে চলো এমন এক ছায়ার দিকে যার তিনটি মাথা রয়েছে। বাস্তবে তা মোটেও প্রশান্তিদায়ক নয় আর আগুনের তাপ থেকে রক্ষাকারীও নয়।” [মুরসালাত/৩০,৩১] এই ছায়ার ব্যাপারে মুফাসসিররা বলেছেন, সেটা হবে ঘনো কালো ধোয়ার। অর্থাৎ সেখানে গেলে শাস্তি পাওয়া তো দূরের কথা উল্টো দম বন্ধ হয়ে বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। চিন্তার বিষয় হলো, মানুষ দুনিয়াতে গরম থেকে বাঁচার জন্য বাতাস, পানি ও ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু জাহান্নামের বাতাস নিজেই গরম। তার পানি হবে ফুটন্ত আর ছায়া হবে আগুনের ধোয়া। সুতরাং আগুন থেকে বাঁচার আর কোনো পথই খোলা নেই। ইমাম কুরতুবী رحمته বলেন, দুনিয়ার মানুষ যেমন গায়ে আগুন লেগে গেলে তাড়াতাড়ি সেটা নিভিয়ে ফেলার জন্য পানির দিকে ছুটে যায় জাহান্নামীরাও তাই করবে কিন্তু পানির নিকট গিয়ে দেখতে পাবে সেটা টগবগ করে ফুটছে। তারপর তারা ছায়ার দিকে ছুটে যাবে কিন্তু সে ছায়া হবে আগুনেরই কালো ধোয়ায়। অতএব তাতেও শাস্তি নেই। আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন। আমীন।

### [৩১] - গনগনে আগুন

### [৩২] - সুখ নেই জীবনে

সুখ যে সেখানে নেই সেটা তো খুবই স্পষ্ট। উল্টো

সেখানে যেসব ব্যাথা বেদনা আছে তার একটি পরশে একজন মানুষ দুনিয়ার সব কষ্ট ভুলে যাবে। যেভাবে জান্নাতের একটি পরশে মানুষ সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟) “দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা সুখি ব্যক্তিকে নিয়ে এসে জাহান্নামে একটি বার চুবানি দিয়ে প্রশ্ন করা হবে হে আদম সন্তান তুমি কি জীবনে কখনও কোনো সুখ ভোগ করেছো? সে বলবে, আল্লাহর কসম! না। [সহীহ মুসলিম] অতএব জাহান্নাম যে কেবল দুঃখ বেদনার জায়গা তাই নয় বরং সেই সাথে পূর্বের জীবনে ভোগ করা সুখ শান্তিকেও ভুলিয়ে দেওয়ার মতো জায়গা। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমীন।

## জাহান্নামের আগুনে শাস্তির বিবরণ

### [৩৩] - কাফিরের দল যারা

### [৩৪] - আগুনে ঢুকবে তারা

মহান রব্বুল আলামীন জান্নাতের বর্ণনা দেওয়ার পর বলেন, (تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ) “এটা হলো মুত্তাকীদের পরিনাম আর কাফিরদের পরিনাম হলো, আগুন।” [রা’দ/৩৫]

### [৩৫] - আজীবনে হবে তার

### [৩৬] - আগুনেই বাস ঘর

জাহান্নাম যে কাফিরদের বাসস্থান সেটা বিভিন্ন আয়াতেই বলা হয়েছে। সেই সাথে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সেটা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। আল্লাহ ﷻ বলেন, (لَا يَغْرُبُكَ ثَقْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ) “পৃথিবীতে কাফিররা

নিরাপদে চলা ফেরা করছে এটা দেখে আপনি যেনো ধোঁকায় পড়ে যাবেন না। এটা কয়েকদিনের উপভোগ মাত্র। এরপর তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। আর সেটা ভীষণ নিকৃষ্ট স্থান।” [আলে ইমরান/১৯৭] অন্য আয়াতে এসেছে, (وَمَا أَوَاهُمْ النَّارُ) “তাদের বাসস্থান আগুন। আর পাপীদের আবাসস্থল নিকৃষ্টই হয়ে থাকে। [আলে ইমরান/১৫১] অন্য আয়াতে সকল কাফির ও মুশরিক সম্পর্কে বলা হয়েছে, (فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا) “তারা আজীবন জাহান্নামের আগুনে থাকবে ওরাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি।” [বায়িনা/৬]

### [৩৭] - সেই খানে তারা সবে

### [৩৮] - আগুনে শাস্তি পাবে

জাহান্নামীরা যে জাহান্নামে আগুনে শাস্তি পাবে তা বলাই বাহুল্য। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (وَنُذِيقُهُ) “আমি তাকে আগুনে পোড়ার স্বাদ উপভোগ করাবো। [হাজ/৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন, (فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ) (عَذَابُ الْحَرِيقِ) “তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের শাস্তি এবং আগুনে পোড়ার শাস্তি।” [বুরূজ/১০] এই আয়াতে জাহান্নামের শাস্তির পাশাপাশি আগুনে পোড়ার শাস্তিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, জাহান্নামে আগুনে পোড়া ছাড়াও আরও অনেক শাস্তি থাকবে। যেমন, সাপ বিছাতে কামড়ানো, পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া, বিশাল হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা ইত্যাদি। এর মধ্যে আগুনে পোড়ানোর ব্যাপারটির বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। তাই বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা

হয়েছে। হাদীসে এই বিশেষত্বের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, (لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ) “আগুনের প্রভু ছাড়া অন্য কেউ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে কাউকে শাস্তি দিতে পারবে না।” [আবু দাউদ] স্বাভাবিক চিন্তাভাবনাতেও বোঝা যায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সাজা দেওয়ার মধ্যে যতটা ভয়াবহতা আছে তা অন্য কোনো শাস্তির মধ্যে নেই। একারণেই জাহান্নামের অন্য সকল শাস্তির চেয়ে আগুনের কথাই কুরআন-হাদীসে বেশি বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে জাহান্নামে আগুন দ্বারা কেমন শাস্তি দেওয়া হবে তার কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে।

#### [৩৯] - চামড়াটা জ্বলে পুড়ে

#### [৪০] - বারেবারে বারে পড়ে

#### [৪১] - আবার গজিয়ে ওঠে

#### [৪২] - বারবার এই ঘটে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (كُلَّ إِثْمَةٍ نَّظَى نَرَاعُهُ) (للشَّوَى) “তা হলো দাও দাও করে জ্বলে ওঠা গনগনে আগুন যা চামড়া বলসে দেয়।” [মায়ারিজ/১৫,১৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন, (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا) سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا (لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ) “যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে শীঘ্রই আমি তাদের জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবো। যখনই তাদের চামড়া আগুনে বলসে যাবে আমি নতুন চামড়া দ্বারা তা পাল্টে দেবো। যাতে তারা (স্থায়ীভাবে) শাস্তি ভোগ করতে পারে।” [নিসা/৫৫] ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন, মুয়াজ ইবনে জাবাল এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন, (يُبَلَّلُ فِي) “সামান্য সময়ের মধ্যেই তাদের চামড়া

শত বার পরিবর্তিত হবে।” আবু শাইবা তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেন, কেউ কেউ বলেছে, (يُخْرِقُ أَحَدُهُمْ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ) “এক দিনে তাদের সত্তর হাজার বার পোড়ানো হবে।” আর আল্লাহই ভাল জানেন।

#### [৪৩] - চারিদিকে ঘিরে তাকে

#### [৪৪] - আগুন জ্বলতে থাকে

জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার সাথে সাথে তাদের চারিদিক থেকে আগুন ছুটে এসে দপ করে জ্বলে উঠবে সে বিষয়ে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে যে আয়াতটি এই অবস্থাকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে তা হলো, আল্লাহর বাণী, (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَاعِبَادٍ فَاتَّقُونِ) “তাদের মাথার উপরে আগুন ছায়া হয়ে থাকবে পায়ের নিচেও ছায়া হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহ তার বান্দাদের এই শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। অতএব, হে আমার বান্দারা তোমরা আমাকে ভয় করো।” [যুমার/১৬]

#### [৪৫] - আগুনের শামিয়ানা

#### [৪৬] - আগুনেরই বিছানা

পূর্বের আয়াতে আগুন মাথার উপর আর পায়ের নিচে ছায়া হয়ে থাকবে বলা হয়েছে। সেখানে এ ধরনের অবস্থার বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে। তবে অন্য আয়াতে সরাসরি বলা হয়েছে, (إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا) (أَخَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا) “পাপীদের জন্য আমি এমন এক আগুন প্রস্তুত রেখেছি যা প্রাচীরের মতো তাদের ঘিরে থাকবে।” [কাহফ/২৯] আয়াতে উল্লেখিত সুরাদিক (سرادق) শব্দের অর্থ দেওয়াল, তাবু ইত্যাদি

যা কিছু কারও চারিদিকে ঘিরে থাকে। [আননিহায়া] মু'জামুল ওয়াসীতে বলা হয়েছে, বিয়ের বা অন্যান্য উৎসবে যে তাবু টাঙানো হয় তাকেও সুরাদিক বলা হয়। আমরা এ ধরনের তাবুকে শামিয়ানা বলে থাকি। সুতরাং জাহান্নামীদের জন্য যে শামিয়ানা টাঙানো হবে সেটিও হবে আগুনের। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে (لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ ) (نَجْزِي الطَّالِبِينَ) “তাদের জন্য জাহান্নামে (আগুনের) বিছানা থাকবে আর তাদের উপর (আগুন) ছেয়ে থাকবে। জালিমদের প্রতিদান আমি এভাবেই দিয়ে থাকি।” [আ'রাফ/১৫৫] এছাড়া বেশ কিছু আয়াতে খোদ জাহান্নামকে মিহাদ (مهاد) তথা বিছানা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

#### [৪৭] - আগুনের পোশাকই পরনে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ ) “যারা কাফির আগুণ দিয়ে তাদের জন্য পোশাক তৈরী করা হবে। আর তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে।” [হাজ্জ/১৯] একটু ভাবলে মনে হয় মানুষ যেমন গোসল করে নতুন পোশাক পরে জাহান্নামীদের তেমনি ফুটন্ত পানিতে গোসল করিয়ে আগুনের তৈরী পোশাক পরিয়ে দেওয়া হবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন। অনেকে ভাবতে পারেন, আগুন দিয়ে পোশাক তৈরী করা কিভাবে সম্ভব। আসলে আল্লাহর নিকট অসম্ভব কিছু নেই। একারণে ইব্রাহীম আত-তাইমী বলতেন, (سُبْحَانَ مَنْ ) সেই আল্লাহ কত মহান যিনি আগুন দিয়ে পোশাক তৈরী করবেন! [বাইহাকী; আল বা'হ ওয়ান নুশুর] অন্য আয়াতে আল্লাহ

বলেন, (سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ) “তাদের জামা হবে উত্তপ্ত গলিত শিশার।” [ইব্রাহীম/৫০] অর্থাৎ উত্তপ্ত গলিত শিশার প্রলেপ দিয়ে তাদের গায়ে জামার মতো বসিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে নানা প্রকারে তাদের গায়ে আগুন পরিয়ে দেওয়া হবে। ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ বলেন, (كَيْفِي أَهْلِ النَّارِ، وَالْعَزِي كَانَ خَيْرًا لَهُمْ) “জাহান্নামীদের যে পোশাক পরিধান করানো হবে। তা পরিধান করার চেয়ে উলঙ্গ থাকাই উত্তম।” [সিফাতুন নার]

#### [৪৮] - এক তিল সুখ নেই জীবনে

ইবনে আবিদুনিয়া ৷ বর্ণনা করেন, (وَلَا وَاللَّهِ لَا تَسْتَقِرُّ) أَفْدَامُهُمْ عَلَى قَرَارٍ أَبَدًا، وَلَا وَاللَّهِ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَدِيمِ السَّمَاءِ أَبَدًا، وَلَا وَاللَّهِ مَا تَلْتَقِي جُفُونُ أَعْيُنِهِمْ عَلَى غَمْضٍ نَوْمٍ أَبَدًا، وَلَا (والله لا يذوقون فيها بردَ شرابٍ أَبَدًا) আল্লাহর কসম জাহান্নামে প্রবেশের পর তাদের পা কখনও স্থির হবে না (ভয়ে আর দুর্বলতায় কাপতে থাকবে)। কখনও তারা খোলা আকাশ দেখতে পাবে না (গভীর জাহান্নামের নিকশ কালো অন্ধকারে বন্দি হয়ে থাকবে)। তাদের চোখের পাতায় কোনো দিন এক ফোটাও ঘুম আসবে না। এ বিষয়ে [২৮] - নং এবং [৩২] - নং লাইনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

### জাহান্নামীদের শরীরের বর্ণনা

#### [৪৯] - দেহ তার অতিকায়

#### [৫০] - লম্বায় চওড়ায়

একটি হাদীসে এসেছে, (إِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَعْظُمُونَ فِي النَّارِ) “জাহান্নামীদের শরীর জাহান্নামে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে।” [আল-বা'হ ওয়ান নুশুর] এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে জাহান্নামীদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুবিশাল

আয়তনের কথা উল্লেখ আছে। পরবর্তী লাইনগুলোতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[৫১] - প্রশস্ত কাঁধদ্বয়

[৫২] - দুরুত্ব অতিশয়

[৫৩] - ঘোড়া যদি ছুটে যায়

[৫৪] - তিন দিনে পার হয়

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ( مَا يَنْزِلُ مِنْكَ الْكَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (لِلرَّكِبِ الْمُسْرِعِ) “কাফিরের দুই কাধের মাঝখানের দুরুত্ব পার হতে ঘোড়ায় চড়ে খুব জোরে ছুটে গেলেও তিন দিন লেগে যাবে।” [বুখারী ও মুসলিম]

[৫৫] - পাহাড়ের মতো মাড়ি

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ( ضَرْسُ الْكَافِرِ، أَوْ نَابُ الْكَافِرِ، مِثْلُ ) (أُخْدٍ) “কাফিরের মাড়ির দাত হবে উহুদ পাহাড়ের মতো।” [সহীহ মুসলিম]

[৫৬] - চামড়াটা দুই কুড়ি

দুই কুড়ি অর্থাৎ চল্লিশ। হাদিসে এসেছে, ( وَغَلِظَ جُلْدِهِ ) (أَزْبَعُونَ ذِرَاعًا) “জাহান্নামীর চামড়া হবে চল্লিশ হাত।” [আল-বাহু] তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, ( اثْنان وأربعون ) (ذراعاً) “বিয়াল্লিশ হাত।” মোট কথা একজন জাহান্নামীর চামড়া অত্যাধিক পুরু হবে। এখন চিন্তার বিষয় হলো যার চামড়ার অবস্থা এই তার গোটা শরীরের অবস্থা কেমন হবে!

[৫৭] - বসে যে জায়গায়

[৫৮] - ক’মাইল জুড়ে নেয়

হাদিসে এসেছে, ( وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مِثْلُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَّةِ ) “জাহান্নামে কাফিরের বসার স্থান মদিনা থেকে রবাহাহ এলাকা পর্যন্ত।” [আল-বাহু] তিরমিযীতে কাছাকাছি একটি বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ যখন যে বসে সুবিশাল এলাকা জুড়ে নেয়।

[৫৯] - সুবিশাল দেহে তার

[৬০] - প্রতিটি মাংস হাড়

[৬১] - গনগনে আগুনে

[৬২] - পুড়ে যাবে সেখানে

জাহান্নামীদের দেহ এত বড় কেনো করা হবে সে বিষয়ে কেউ কেউ বলেছেন, স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি শরীরের যত বেশি অংশ আগুনে পুড়ে যায় ততই বেশি কষ্ট ও যন্ত্রণা হয়। জাহান্নামীদের শরীর অনেক অনেক বড় হবে তাই তাদের কষ্টটাও বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

[৬৩] - দানবের মতো দেহে

[৬৪] - শাস্তি চলতে রহে

তাদের বিশাল দেহে নানা রকমের শাস্তি হতে থাকবে এখানে আরও কিছু শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হলো।

[৬৫] - মালাইকা জীব ধরে

[৬৬] - টান দেয় খুব জোরে

[৬৭] - জীব তার লম্বায়

[৬৮] - বহু দূর চলে যায়

রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, ( إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْقَرْسَخَ وَالْقَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ ) “কাফিরের জিহবাকে টেনে কয়েক মাইল লম্বা করা হবে। মানুষ তার উপর হেটে বেড়াবে। বিশাল দেহে শাস্তির এটা আরেকটা নমুনা। মানুষ তার উপর হেটে বেড়াবে এ অর্থ সম্ভবত এই যে, জীবটা এতো লম্বা হবে যে তা একটা লম্বা রাস্তার মতো হয়ে যাবে আর কেউ ইচ্ছা করলে তাতে হেটে বেড়াতে পারবে। অনেকে অবশ্য বলেছেন, সত্যি সত্যিই জাহান্নামীদের জিহবার উপরে হাশরের দিন মানুষকে হাটানো হবে। জাহান্নামে ঢুকার আগেই

এভাবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন। তার নিকট কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। আমরা তার নিকট সকল প্রকার শাস্তি থেকে আশ্রই চায়।

[৬৯] - আগুনের মাঝে বসে

[৭০] - কান্নায় বুক ভাসে

[৭১] - জল পড়ে চোখ দিয়ে

[৭২] - খাল বিল যায় বয়ে

জাহান্নামীরা যে জাহান্নামে বসে কাঁদবে সেটা বলাই বাহুল্য। ঐ রকম কঠিন শাস্তির মধ্যে অবস্থান করে কেউ কাঁদবে না তা ভাবাই যায় না। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) “অতএব, তারা (দুনিয়াতে) অল্প হেসে নিক শীঘ্রই তাদের প্রচুর কাঁদতে হবে। তাদের কৃতকর্মের এটাই পরিণাম।” [তাওবা/৮২] তারা যে কেবল কাঁদবে তাই নয় বরং কান্নাটা তাদের জন্য আলাদা একটা শাস্তিতে পরিণত হবে। যেহেতু প্রথমে যেহেতু কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখের উপর বিশাল বিশাল গর্ত হয়ে যাবে। এমনকি শেষে চোখের পানি ফুরিয়ে গিয়ে চোখ দিয়ে রক্ত ও পূজ বের হতে থাকবে। বলা বাহুল্য যে, এতে তাদের যন্ত্রণা বাড়বে বৈ কমবে না। একটি হাদীসে এসেছে, يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ، فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمْعُ، ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ الْأَخْدُودِ، لَوْ أُرْسِلَتْ “জাহান্নামীদের উপর কান্নার শাস্তি আরোপ করা হবে তখন তারা কাঁদতে থাকবে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের জল ফুরিয়ে যাবে তখন তাদের চোখ দিয়ে (পানির বদলে) রক্ত বের হতে থাকবে। শেষে তাদের চেহারার উপর বড় বড় গর্ত হয়ে যাবে। যদি সেখানে নৌকা ছাড়া হতো

তবে তা অনায়াশে চলতে পারতো। [ইবনে মাযা]

[৭৩] - দুঃখের নেই শেষ

[৭৪] - কান্নারই পরিবেশ

মহান আল্লাহ বলেন, (فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا) তোমরা সাজা ভোগ করতেই থাকো। শাস্তি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কিছুই বৃদ্ধি করা হবে না। এই হলো জাহান্নামের জীবন। সেখানে কেবল নানা রকম শাস্তি চলতে থাকবে। কোনো সুখের দেখা নেই। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا) “সেখানে তারা প্রশান্তিদায়ক কিছু পাবে না পান করার কোনো পানীয়ও পাবে না।” [নাবা/২৪] অতএব, তাদের দুঃখ কষ্ট কখনও শেষ হবে না তাই কান্নাকাটিও কখনও থামবে না।

## জাহান্নামীদের খাবার

[৭৫] - খাবারের তালিকায়

[৭৬] - কুরানে যা লেখা পায়

জাহান্নামের খাবার সম্পর্কে মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদিসেও এ বিষয়ে সুবিস্তারে আলোচনা এসেছে। পরবর্তীতে সেই সব আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

[৭৭] - অখাদ্য সে খাবার

[৭৮] - মোটো নয় রুটিকর

আল্লাহ ﷻ বলেন, (وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ) “তাদের রক্ত-পূজ পান করানো হবে। [ইব্রাহীম/১৬] রসুলুল্লাহ ﷺ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, (يُقَرَّبُ إِلَى) “যখনই এই জিনিস তাদের মুখের

সামনে ধরা হবে তারা তা অপছন্দ করবে।” [তিরমিযী] অর্থাৎ দেখতে অরুচিকর হওয়ার কারণে তারা খেতে চাবে না। তবে ফেরেশতারা তাদের জোর করে খাওয়াবে। আর খাওয়ার সাথে সাথেই তাদের নাড়ি ভুড়ি সব গলে বের হয়ে যাবে।

[৭৯] - সে খাবার খায় কে

[৮০] - অতিশয় পাপী যে

[৮১] - অপরোধী নাম করা

[৮২] - থাকেনাকো পাপ ছাড়া

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ طَعَامٌ) “নিশ্চয় যাক্কুম ফল পাপীদের খাবার।” [দুখান/৪৩,৪৪] অন্য আয়াতে এসেছে, (وَلَا طَعَامٌ إِلَّا) “(مِنْ غَسَلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ) “গিসলীন ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোনো খাবার থাকবে না। সেটা এমন জিনিস যা নিতান্ত পাপী লোক ছাড়া অন্য কেউ খায় না।” [হাক্কাহ/৩৬,৩৭]

[৮৩] - সত্যকে মানে না

[৮৪] - সং পথে চলে না

আল্লাহ ﷻ বলেন, (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَهْلُ الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ لَا كُؤُونَ) “অতঃপর ওহে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা তোমরা যাক্কুম গাছ হতে আহার করবে এবং তাই খেয়ে উদর ভর্তি করবে।” [৫১-৫৩]

[৮৫] - সেই খাবে বারবার

[৮৬] - ভয়ানক সে খাবার

সেদিন আল্লাহ জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যে বলবেন, (هَذَا) “এখন তারা ফুটন্ত গরম পানি আর গসসাক (পূজ আর রক্ত) এর স্বাদ গ্রহণ করুক। এছাড়া রয়েছে এই ধরণের

অনেক জিনিস। [সাদ/৫৭,৫৮]

[৮৭] - নাপাকীর হুদ এক

[৮৮] - নাম তার গসসাক

পবিত্র কুরআনে জাহান্নামীদের খাবার হিসেবে যেসব জিনিসের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে গাসসাক (غَسَاق) অন্যতম। এর অর্থ সম্পর্কে আলেমদের মাঝে কিছুটা দ্বিমত আছে। পবিত্র কুরআনে গসসাক নামটি হামিমের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। হামিম (حميم) অর্থ সীমাহীন গরম। এই কারণে অনেকে মনে করেছেন গসসাক অর্থ অত্যাধিক ঠান্ডা। ইমাম কুরতুবী বলেন, মুজাহিদ ও মুকাতিল বলেছেন, (هُوَ) “(الْمُلُجُّ الْبَارِدُ الَّذِي قَدْ انْتَهَى بَرْدُهُ) “গসসাক হলো সীমাহীন ঠান্ডা বরফ।” [তাফসীরে কুরতুবী] কেউ কেউ বলেছেন, (إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا يُقَالُ لَهُ غَسَاقٌ) “জাহান্নামে একটি এলাকা আছে যার নাম গসসাক। তারা বলেছেন, উক্ত এলাকাতে বিভিন্ন বাড়িঘর আছে। সেই সব বাড়ি ঘরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাপ-বিছা ও পোকা-মাকড় আছে। তার মধ্যে কোনো একটি সাপই সকল জাহান্নামীকে কামড়ানোর জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আবু নাইম আল ইসপাহানী ﷺ হিলইয়াতুল আউলিয়াতে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। তার মধ্যে আলেমদের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটি হলো, গসসাক হচ্ছে জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পূজ ও রক্ত। ইবনে জারীর তাবারী গসসাকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, (الصَّدِيدُ الَّذِي يُجْمَعُ مِنْ جُلُودِهِمْ وَمِمَّا تُصْهَرُهُ) “(النَّارُ فِي جِيَاظٍ يَجْتَمِعُ فِيهَا فَيَسْقُونَهُ) “জাহান্নামের আগুনে পুড়ে জাহান্নামীদের শরীর থেকে যেসব পূজ বের



হয় সেগুলো কিছু হুদে গিয়ে জমা হয়। সেখান থেকে তাদের পান করানো হয়। [তাফসীরে তাবারী]

### [৮৯] - পূজ আর রক্ত

### [৯০] - স্বাদ তার তিক্ত

ইমাম রাগিব বলেন, (وَالْغَسَّاقُ: مَا يَقَطُرُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ) “জাহান্নামীদের শরীর থেকে যা নির্গত হয় তাই গসসাক।” [মুফরাদাত] ইমাম কুরতুবী বলেন, (وَالْغَسَّاقُ: صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَفَيْحُهُمْ) “গসসাক হলো, জাহান্নামীদের রক্ত-পূজ। ইবনুল আছীর رحمته আন-নিহায়াতে গসসাকের ব্যাখ্যায় বলেন, (مَا يَسِيلُ مِنْ) “তা হলো, জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পূজ এবং নাপাকী ধৌত করা পানি। ইমাম কুরতুবী বলেন, কতাদা বলেন, (مَا يَسِيلُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ وَمِنْ نَتْنِ لُحُومِ الْكَفَرَةِ وَجُلُودِهِمْ مِنَ الصَّدِيدِ وَالْفَيْحِ وَالنَّتْنِ) “যারা দুনিয়াতে জিনা করতো তাদের লজ্জাস্থান থেকে যে পানি নির্গত হবে এবং জাহান্নামীদের শরীর থেকে যেসব রক্ত পূজ ও অন্যান্য দুর্গন্ধময় বস্তু নির্গত হবে তাই হচ্ছে গসসাক। [তাফসীরে কুরতুবী]

### [৯১] - অতিশয় গন্ধ

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا) “যদি গসসাক থেকে এক বালতি পরিমাণ দুনিয়াতে ঢেলে দেওয়া হয় তবে পুরা দুনিয়া দুর্গন্ধে ভরে যাবে।” [তিরমিযী] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رحمته বলেন, (هُوَ الْفَيْحُ الْعَلِيظُ، لَوْ أَنَّ قَطْرَةً) “গসসাক হলো, ঘন পূজ। যদি তার একটি ফোটাও পৃথিবীর পশ্চিমে ফেলে দেওয়া হয় তবে পূর্ব পর্যন্ত দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি পূর্ব

দিকে ফেলে দেওয়া হয় তবে পশ্চিম পর্যন্ত দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। [তাফসীরে কুরতুবী]

### [৯২] - দেখতেও মন্দ

রক্ত-পূজ আর অন্যান্য নাপাকী কোনো হুদে একত্রিত হলে সে যে দেখতে বিশ্রী হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তীতে গিসলীনের বর্ণনা আসছে। যা মূলত গসসাকের মতোই পূজ রক্ত ও নাপাক পানি। সে সম্পর্কে কতাদা বলেন, (شَرُّ الطَّعَامِ) “তা হচ্ছে নিকৃষ্ট এবং কুৎসীত খাবার।”

### [৯৩] - আরও আছে গিসলীন

ইমাম তাবারী رحمته বলেন, (كُلُّ جُرْحٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ) “ক্ষত স্থানকে ধৌত করা হলে যে পানি নির্গত হয় তাকেই বলা হয় গিসলীন। ইমাম রাগেব رحمته গিসলীন সম্পর্কে বলেন, (غَسَّالَةُ أَبْدَانِ) “তা হলো জাহান্নামীদের শরীর ধোয়া পানি। [মুফরাদাত] এছাড়া ইবনে আব্বাস رحمته থেকে তিনি বলেন, গিসলীন হলো, জাহান্নামীদের রক্ত পূজ। [তাফসীরে তাবারী]

### [৯৪] - নামটাই শুধু ভীণ

### [৯৫] - আর সব কাজ এক

### [৯৬] - সেও যেনো গসসাক

উপরে গিসলীন ও গসসাকের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার উপর চিন্তা করলেই বোঝা যাবে দুটো জিনিসটাই প্রাই একই প্রকারের। আর তা হলো, পূজ রক্ত আর অন্যান্য নাপক ও নোংরা জিনিস। অতএব গিসলীনই যেনো গসসাক। আর গসসাকই হলো গিসলীন। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

### [৯৭] - ফল আছে একটা

### [৯৮] - যাক্কুম নামটা

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, ( لَا يَكُونُ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ) “তারা সেখানে যাক্কুমের গাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করবে।” [ওয়াকিয়া/৫২] এই গাছের বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে মহান রব্বুল আলামীন বলেন, ( إِنَّهُ ) “এটা এমন একটা গাছ যা জাহান্নামের গভীরে জন্ম নেয়।” [সফফাত/৬৪] ইবনে জারীর তাবারী ক্বতাদা থেকে উল্লেখ করেন, যখন কুরানের আয়াতে বলা হলে জাহান্নামে যাক্কুম গাছ থাকবে তখন কাফিররা বলল, আগুনের ভিতরে গাছ কিভাবে থাকবে! মহান রব্বুল আলামীন তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করে জানিয়ে দেন যে, এটা এমন একটা গাছ যা জাহান্নামের ভিতরেই জন্ম গ্রহণ করে এবং আগুন থেকে এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর আগুন থেকেই সে পুষ্টি গ্রহণ করে। অর্থাৎ আগুন তাকে পুড়ায় না বরং আগুন তার শক্তি বৃদ্ধি করে। অতএব সেই গাছ কতটা ভয়ংকর হতে পারে! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

### [৯৯] - তিক্ত স্বাদ তার

### [১০০] - গন্ধে একাকার

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ( لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الرُّقُومِ قُطِرَتْ فِي دَارٍ ) الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ. فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ. “যদি যাক্কুমের একটি ফোটাও দুনিয়াতে এসে পড়তো তবে মানুষের সকল খাবার-দাবার নষ্ট করে দিতো। তাহলে তার অবস্থা কেমন হবে এটা যার খাবার হবে।” [তিরমিযী] মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাতে এসেছে, ( لَأَمَرْتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ عَيْشَهُمْ ) “পৃথিবীর সমস্ত খাবার তিতো করে দিতো।” ইমাম বাগাবী যাক্কুম এর ব্যাখ্যায় বলেন, ( وقيل هي شجرة مرة )

“এমনও বলা হয় যে, এটা একটা গাছ যা দেখতে কুৎসিৎ, তিক্ত এবং দুর্গন্ধময়।” [তাফসীরে বাগাবী]

### [১০১] - দেখতেও ভয়ানক

### [১০২] - ডাইনীর মস্তক

যাক্কুম নামের বৃক্ষের বর্ণনা দিয়ে মহান রব্বুল আলামীন বলেন, ( طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ) “তার ফল হবে শয়তানের মাথার মতো।” [সফফাত/৬৫] ইমাম ইবনে জারীর তাবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ( يعني شجرة الرقوم في قبحه وسماجه رءوس الشياطين ) “যাক্কুম গাছটি কদর্যতা কুৎসিত আকৃতি এমনই যেনো তা শয়তানের মাথা। [তাফসীরে তাবারী]

### [১০৩] - ঢুকবে যখন পেটে

### [১০৪] - টগবগ করে ফোটে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, ( إن شجرة الرقوم طعام ) ان شجرة الرقوم طعام ) নিশ্চয় যাক্কুম গাছ হলো পাপীদের খাদ্য। পেটের মধ্যে তা গরম পানির মতো টগবগ করে ফুটতে থাকবে। [দুখান/৪৫]

### [১০৫] - আরও কত খাদ্য

### [১০৬] - খেতে হবে বাধ্য

একটি বর্ণনাতে এসেছে, প্রচন্ড গরম পানি লোহার ছকে করে জাহান্নামীদের মুখের সামনে তুলে ধরা হবে। তারা সেটা খেতে না চাইলে তাদের মুখে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তাদের মুখের চামড়া ঝলসে যাবে। [সিফাতুন নার] তাছাড়া জাহান্নামীদের উপর খিদের যন্ত্রনা এতটা অধিক হবে যে, তারা খিদের জ্বালা মেটানোর জন্য সামনে যা পাবে তাই

খেতে বাধ্য হবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

[১০৭] - তাতে নেই পুষ্টি

[১০৮] - নয় মোটে মিষ্টি

[১০৯] - বিষাক্ত অতিশয়

[১১০] - কাটারয় দেহময়

আল্লাহ ﷻ বলেন, (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ) , “বিষাক্ত ও কাঁটায়ুক্ত লতাপাতা ছাড়া অন্য কোনো খাবার তাদের দেওয়া হবে না। তাতে কোনো পুষ্টি নেই আর তা খেয়ে খিদিও মিটবে না।” [গশিয়া/৬,৭] এই আয়াতে দরী’ (ضريع) নামক খাবারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী ইকরিমা ও মুজাহিদ থেকে উল্লেখ করেন, (نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش الشبرق) , “এটা এক প্রকার গাছ যা মাটির সাথে লেগে থাকে। যখন তাজা থাকে তখন কুরাইশরা তাকে বলে শিবরাক আর যখন শুকিয়ে যায় তখন বলে দরী’।” তিনি আরও বলেন, (لا تقربه دابة ولا بهيمة وهو سم قاتل وهو أخبث الطعام) , “কোনো প্রাণী তার ধারে কাছেও যায় না। সেটা মারাত্মকভাবে বিষাক্ত। তা হলো সর্বাধিক নিকৃষ্ট খাবার।” [তাফসীরে কুরতুবী] লক্ষণীয় বিষয় হলো, কাঁটায়ুক্ত গাছ কাচা অবস্থার তুলনায় শুকনো অবস্থায় অধিক ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। তাছাড়া মানুষ যেসব শাক সজি খায় সেগুলো তাজা অবস্থায়ই খায় শুকিয়ে গেলে তা আর খাওয়ার যোগ্য থাকে না। সেই অখাদ্যই জাহান্নামীদের খেতে দেওয়া হবে।

[১১১] - যখনই খেতে যায়

[১১২] - গলাতেই বেধে যায়

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (إِنَّ لَدَيْنَا أَكْثَرًا وَجَحِيئًا) ,

“আমার কাছে রয়েছে ডাভা বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি আর আছে এমন খাবার যা গলায় আটকে যায়।” [মুজ্জামিল/১১-১৩] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, (يَأْخُذُ بِالْحَلْقِ لَا هُوَ نَازِلٌ وَلَا هُوَ خَارِجٌ وَهُوَ الْغَسْلِينُ وَالزَّقُومُ وَالضَّرِيعُ) “সে খাবার গলায় আটকে যাবে, না নিচে নামবে আর না উপরে উঠবে। গিসলীন, যাক্কুম আর দরী (কাঁটায়ুক্ত লতা) হলো সেই খাবার।” [তাফসীরে কুরতুবী] ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, (شوك) “এটা হলো কাঁটা যা তাদের গলায় আটকে যাবে। ফলে নিচেও নামবে না উপরেও উঠবে না।” [আত-তাবারী]

[১১৩] - ক্ষিদের ভীষণ চোটে

[১১৪] - তাই খায় চোটে পুটে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, (فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا) , “তারা তা আহার করবে এবং তার দ্বারা উদর পূর্ণ করবে।” [সফফাত/৬৬] এ থেকে বোঝা যায়, জাহান্নামের খাবার অখাদ্য ও অরুচিকর হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুধার তাড়নায় জাহান্নামীরা তাই খেয়ে পেট ভর্তি করবে।

[১১৫] - লাভ তাতে হয় না

[১১৬] - পেটটাও ভরে না

[১১৭] - পুষ্টি নেইকো মোটে

[১১৮] - ক্ষিদেটাও না মেটে

[১১৯] - যেনো কোনো রাক্ষস

[১২০] - পেটে করে ফোস ফোস

জাহান্নামের খাবার যে মোটেও পুষ্টিকর নয় এবং তাতে তাদের পেট ভর্তি হবে না, ক্ষুধাও মিটবে না এবিষয়ে পূর্বে আলোচনা গত হয়েছে। মহান আল্লাহ

বলেন, (لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) “ঐ খাবারে শরীর বৃদ্ধি করে না (পুষ্টি নেই) এবং তাতে ক্ষুধাও মেটে না। [গশিয়া/৭]

[১২১] - সে ক্ষুধার তাড়নায়

[১২২] - কেউ খায় স্বেচ্ছায়

উপরে আমরা উল্লেখ করেছি মহান আল্লাহ বলেন, (فَلْيَهْمُ لَكُمْ لَوْ لَا كَلُونَ مِنْهَا فَمَا لَيُونُ مِنْهَا الْبُطُونُ) “তারা তা আহার করবে এবং তার দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। [সফফাত/৬৬] এ থেকে বোঝা যায়, তারা ক্ষুধার তাড়নায় স্বেচ্ছায় সেসব অখাদ্য খেয়ে পেট ভর্তি করবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, (لَا كَلُونَ مِنْ شَجَرٍ) مِنْ زَقُومٍ فَمَا لَيُونُ مِنْهَا الْبُطُونُ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ) “তারা যাক্কুম গাছ হতে আহার করবে। সেখান থেকে তারা পেট ভর্তি করবে। তারপরই তারা উত্তপ্ত গরম পানি পান করবে। পিপাসার্ত উটের মতোই পান করবে।

[ওয়াকিয়া/৫২-৫৫]

[১২৩] - খেতে যে না চায়

[১২৪] - বাচ্চিবার পথ নাই

[১২৫] - মালাইকা ধরে ধরে

[১২৬] - খাওয়াবেই জোর করে

ইবনে আবিদ্দুনিয়া উল্লেখ করেন, (يُسَلِّطُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ) الْجُوعُ، فَيَسْتَعْيِثُونَ بِالْخَزَنَةِ، فَيَأْتُونَهُمْ بِطَعَامٍ، فَلَا يَسْتَكْرَهُونَ أَكْلَهُ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ، فَيُلْقُونَهُ فِي أَفْوَاهِهِمْ، فَيَتَسَاقَطُ مَعَهُ لَحْمَانُ (وُجُوهِهِمْ) “জাহান্নামীদের উপর ক্ষুধার যন্ত্রণা আরোপ করা হবে। তখন তারা জাহান্নামের ফেরেশতাদের নিকট খাবার প্রার্থনা করবে। তারা তাদের জন্য খাবার আনলে সেটা অত্যাধিক গরম হওয়ার কারণে তারা তা খেতে চাইবে না তখন ফেরেশতারা তাদের মুখে তা ছুড়ে দেবে। এতে তাদের মুখের মাংস সব

খসে পড়বে। [সিফাতুন্নার]

[১২৭] - যখনই খেতে গেলে

[১২৮] - খাবার বাধবে গেলে

[১২৯] - সে খাবার ছাড়াতে

[১৩০] - পানি ঢেলে গলাতে

[১৩১] - পানিটা গরম অতি

[১৩২] - তাতেও চরম ক্ষতি

[১৩৩] - গলিত শিশার মতো

[১৩৪] - স্বাদটাও বিকৃত

[১৩৫] - পিপাসার নিবারনে

[১৩৬] - তাই গেলে অকারণে

[১৩৭] - তৃপ্তি হয় না মোটে

[১৩৮] - তৃষ্ণা যায় না মিটে

[১৩৯] - মুখের নিকটে এলে

[১৪০] - চামড়াটা যায় গলে

ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, আবু দারদা

يُرْسَلُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ حَتَّى يَغْدِلَ عِنْدَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ: " فَيَسْتَعْيِثُونَ، فَيُعَاثُونَ بِالضَّرِيعِ الَّذِي لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ {الغاشية: 7} " قَالَ: «فَيَسْتَعْيِثُونَ، فَيُعَاثُونَ بِطَعَامٍ ذِي عُصْبَةٍ» ، قَالَ: «فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ يَجِزُونَ الْغُصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ» قَالَ: " فَيَرْفَعُ إِلَيْهِمُ الْحَمِيمُ بِكَالِإِبِ الْحَدِيدِ، فَإِذَا دَنَا مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَى وُجُوهِهِمْ، وَإِذَا دَخَلَ بُطُونُهُمْ قَطَعَ مَا فِي بُطُونِهِمْ " (জাহান্নামীদের উপর ক্ষুধার যন্ত্রণা প্রেরণ করা হবে। তখন তাদের মনে হবে জাহান্নামের অন্য সকল শাস্তির একত্রিত করলে যত কষ্ট ক্ষুধার যন্ত্রণায় অনুরূপ কষ্ট। তারা তখন খাবার প্রার্থনা করবে। তাদের দরী' তথা কাঁটা যুক্ত শুকনো লতা খেতে দেওয়া হবে যাতে পুষ্টি নেই এবং তা ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তিও দেয় না। এরপর তারা আবারও খাবার প্রার্থনা করলে তাদের

এমন খাবার খেতে দেওয়া হবে যা খেতে গেলে  
গলায় আটকে যাবে। তখন তাদের মনে পড়বে  
দুনিয়াতে গলায় খাবার আটকে গেলে পানি খেয়ে তা  
ছুড়ানো হতো। তাই তারা পানি পান করতে চাইবে।  
তখন লোহার হুকে করে উদ্ভণ্ড গরম পানি তাদের  
মুখের সামনে পেশ করা হবে। সে পানি তাদের  
মুখের নিকটবর্তী হলে তাদের মুখের চামড়া খসে  
পড়বে। আর যখন তা তাদের পেটের ভিতরে  
প্রবেশ করবে পেটে যা আছে সব ছারখার করে  
দেবে। [সিফাতুল্লাহ]

[১৪১] - তবু তারা জোর করে

[১৪২] - সেই পানি পেটে ভরে

[১৪৩] - ভীষন গরমে তার

[১৪৪] - সব হয় ছারখার

[১৪৫] - নাড়ি ভুড়ি গলে গিয়ে

[১৪৬] - বের হয় নিচ দিয়ে

زُوْسِهِمْ يُصَبُّ مِنْ فَوْقَ) মহান রব্বুল আলামীন বলেন, “তাদের মাথার  
 (الْحَمِيمُ يُصَبِّرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ উপর গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে। তাতে তাদের  
 পেটের সব নাড়িভুড়ি এবং চামড়া গলে যাবে।

[১৪৭] - এভাবেই বারে বারে

[১৪৮] - অনেক চেষ্টা করে

[১৪৯] - পেট তবু ভরে না

[১৫০] - খিদেটাও সরে না

[১৫২] - হাতটা চিবিয়ে বসে

ثُمَّ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمُ الْجُوعُ فَيَسْلُطُونَ عَلَى أَكْلِ أَيْدِيهِمْ، فَيَبْذُؤُونَ بِأَفْئِدِهِمْ فَيَأْكُلُونَهَا إِلَى سَوَاعِدِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ الَّذِي سُلِطَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ

কসম সাপটি তার পিছু ধাওয়া করবে এমনকি শেষে তাকে ধরে মুখে ভরবে।” [বুখারী] নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে, (فَلْيَلْتَمِهُ أَوْ يُطَوِّفَهُ) “সাপটি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা পেঁচিয়ে ধরবে।” রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (إِنَّ فِي النَّارِ لَحَيَّاتٍ كَأَنَّاقِ الْبُخْتِ ..... وَإِنَّ فِي النَّارِ لَعَقَّارِبَ كَالْبُعَالِ) “জাহান্নামের মধ্যে উটের গলার মত (বড় বড়) সাপ আছে। ..... এছাড়া জাহান্নামের মধ্যে খচ্ছরের মত (বড় বড়) বিছু আছে।” [সিফাতুল্লাহ] মুজাহিদ رحمه الله বলেন, (فَهَرُبُ أَهْلُ جَهَنَّمَ مِنْ تِلْكَ الْحَيَّاتِ ، فَتَأْخُذُ تِلْكَ ، ) (الْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ بِشِفَاهِهِمْ ، فَتَكْشِطُ مَا بَيْنَ الشَّعْرِ إِلَى الظُّفْرِ) “জাহান্নামীরা সেসব সাপ-বিছু থেকে পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু ঐ সকল সাপ-বিছু তাদেরকে ঠোঁট দিয়ে ধরে ফেলবে। তখন তাদের মাথার চুল থেকে নখের আগা পর্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে।” [সিফাতুল্লাহ, আল বা’হু]

[১৬১] - কদাকার দেহ তার

[১৬২] - বিষাক্ত বিষধর

[১৬৩] - বিষ তার নিশ্বাসে

[১৬৪] - শরীরের নির্ধাসে

উপরের হাদীসে জাহান্নামের সাপের কুৎসিত চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, (شَجَاعًا أَفْرَعًا) “টেকো সাপ।” কাব আল আহবারকে কোনো একজন জাহান্নামে সাপ-বিছু আছে কিনা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, (إِي وَاللَّيْلِ نَفْسِي ، ) (بَيْدِهِ، كَأَمَثَالِ الْقِلَافِ، وَإِنَّ لَهَا لَأَذْنَابًا كَأَمَثَالِ الرِّمَاحِ، تَلْقَى إِخْدَاهُنَّ الْكَافِرُ فَيَلْسَعُهُ اللَّسْعَةُ، فَيَتَنَازَرُ لَحْمُهُ عَلَى قَدَمَيْهِ) “আল্লাহর কসম, বিছুগুলো হবে বড় আকৃতির কলসীর মত। তাদের বল্লমের মত লেজ থাকবে। তার মধ্যে যে কোন একটি যখন কোনো কাফিরকে দংশন করবে তার গায়ের মাংস ছিন্ন ভিন্ন হয়ে

পায়ের গোড়ায় এসে পড়বে।” [সিফাতুল্লাহ]

রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, (وَإِنَّهُ لَتَسْقُطُ عَلَيْهِمْ ) حَيَّاتٌ مِنْ نَارٍ وَعَقَّارِبُ مِنْ نَارٍ، لَوْ أَنَّ حَيَّةً مِنْهَا نَفَخَتْ مِنْ الْمَشْرِقِ لَأَخْرَجَتْ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَلَوْ أَنَّ عَقْرَبًا مِنْهَا ضَرَبَتْ أَهْلَ الدُّنْيَا (لَأَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ) “জাহান্নামীদের উপর ঝাকে ঝাকে আগুনের সাপ ও বিছু নিক্ষেপ করা হবে। যদি কোনো একটি সাপ পশ্চিম দিগন্তে নিশ্বাস ফেলে তবে পূর্ব দিগন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর যদি কোনো একটি বিছু পৃথিবীবাসীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে তবে সবাইকে সমূলে উৎপাটিত করে ছাড়বে।” [সিফাতুল্লাহ] রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, (يَسْلُطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ نِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ تَبَيَّنَا تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ ) حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَلَوْ أَنَّ تَبَيَّنًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَتَبَتْ (خَضِرَاءَ) “কাফেরের কবরে নিরানব্বইটি ভয়ঙ্কর সরিসৃপ ছেড়ে দেওয়া হবে যা তাকে কেয়ামত পর্যন্ত ছোবল দেবে এবং খাবল দিয়ে তার মাংস ছিড়ে নেবে। যদি তার মধ্যে কোনোটি পৃথিবীতে নিশ্বাস ফেলতো তবে পৃথিবীর বুকে আর কোনো সবুজ গাছ জন্মাতো না। [ইবনে আবি শায়বাহ]

[১৬৫] - অতিকায় বিষ দাঁত

[১৬৬] - লম্বায় বিশ হাত

ইবনে মাসউদ رحمه الله বলেন, (عَقَّارِبُ لَهَا أُنْيَابٌ كَالنَّخْلِ ، ) (الطَّوَالِ) “জাহান্নামের বিছুগুলোর দাঁত হবে লম্বায় বড় আকৃতির খেজুর গাছের সমান।” [আল বা’হু]

[১৬৭] - একবার কামড়ালে

[১৬৮] - যুগ যুগ ধরে জ্বলে

[১৬৯] - প্রতিদিন তারা সবে

[১৭০] - দুবেলা কামড় খাবে

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (يَلْسَعُنَ اللَّسْعَةُ فَيَجِدُ حَفْوَتَهَا أَرْبَعِينَ ) (خَرِيفًا) “সেসব বিছুগুলো একবার কামড়ালে চল্লিশ

বছর ধরে জালা-যন্ত্রনা করে।” [আল বা’স ওয়ান নুশুর]

[১৭১] - কিলবিলে পোকা সবে

[১৭২] - চামড়ার নিচে রবে

[১৭৩] - খসখস করে সেথা

[১৭৪] - ঘুরাফিরা করবে তা

রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, (وَإِنَّهَا لَتُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ ) فَتَكُونُ بَيْنَ لُحُومِهِمْ وَجُلُودِهِمْ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ لَهَا هُنَالِكَ جَلْبَةً “জাহান্নামীদের উপর সাপ-বিচ্ছুকে লেলিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তারা তাদের চামড়া ও মাংশের অভ্যন্তরে অবস্থান করবে। জঙ্গল থেকে যেভাবে বন্য পশুর পায়ের শব্দ শুনা যায় চামড়ার নিচ থেকে তেমনি খসখস শব্দ শুনা যাবে।”

[সিফাতুন্নার]

[১৭৫] - জাহীমের কিনারায়

[১৭৬] - সাপ বিছা ভরে রয়

[১৭৭] - যদি কেউ কোনো ভাবে

[১৭৮] - কিনারায় চলে যাবে

[১৭৯] - ঝাকে ঝাকে পোকা সবে

[১৮০] - দংশন করে যাবে

[১৮১] - ভীষণ ভয়েই শেষে

[১৮২] - পিছনেই ফিরে আসে

[১৮৩] - তাড়াতাড়ি লাফ মেরে

[১৮৪] - আগুনেরই মাঝে পড়ে

ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ বর্ণনা করেন, (أَنَّ فِي النَّارِ ) أَوْدِيَّةً فِي ضَحَضَاحٍ مِنَ النَّارِ، فِي تِلْكَ الْأَوْدِيَّةِ حَيَّاتٌ أَمْثَالُ أَجْوَانِ الْإِبِلِ، وَعَقَارِبُ كَالْبُغَالِ الْخُنُسِ، فَإِذَا سَقَطَ إِلَيْهِنَّ شَيْءٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ائْتَشَّانَ بِهِ لُسْعًا وَنَشْطًا، حَتَّى يَسْتَغِيثُوا بِالنَّارِ فِرَارًا مِنْهُنَّ، “জাহান্নামের কিনারায় কিছু উপত্যকা আছে। সেখানে উটের মত বৃহদাকৃতির সাপ ও

খচ্ছরের মত বড় বড় বিচ্ছু আছে। জাহান্নামীরা কোনো ভাবে সেখানে পড়ে গেলে ঐ সব সাপ-বিচ্ছু তড়িঘড়ি করে তাদের ছোবল মারতে থাকে এবং টানা-হেচড়া করতে থাকে। শেষে তারা বাঁচার তাগিদে জাহান্নামের দিকে পালিয়ে যায়।” [সিফাতুন্নার]

[১৮৫] - একটু স্বস্তি পেতে

[১৮৬] - ছুটে যায় সৈকতে

[১৮৭] - কিন্তু সে দরিয়ায়

[১৮৮] - সাপ বিছা ঘিরে নেয়

[১৮৯] - তারপরে ঝাঁকে ঝাঁকে

[১৯০] - ছোবল মারতে থাকে

[১৯১] - সে বিশ্বের যাতনায়

[১৯২] - দেহটা ঝলসে যায়

[১৯৩] - চামড়াটা খুলে শেষে

[১৯৪] - ঝুলে যায় পায়ে এসে

[১৯৫] - ভয় পেয়ে তারা সবে

[১৯৬] - আগুনেই ফিরে যাবে

বর্ণিত আছে, (وَأَنَّ لِحَبَّتِهِمْ جَبَابًا مِنْ سَاحِلٍ كَسَاحِلِ الْبَحْرِ ) فِيهِ هَوَامٌ، حَيَّاتٌ كَالْبُخَاتِي، وَعَقَارِبُ كَالْبُغَالِ الدَّلَّ أَوْ كَالدَّلِّ الْبُغَالِ، فَإِذَا سَأَلَ أَهْلُ النَّارِ التَّخْفِيفَ قِيلَ: اخْرُجُوا إِلَى السَّاحِلِ، فَتَأْخُذُهُمْ تِلْكَ الْهَوَامُ بِشَفَاهِهِمْ وَجُنُوبِهِمْ، وَمَا شَاءَ (اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَتَكْشِطُهَا، فَيَرْجِعُونَ ) “জাহান্নামে সমুদ্র সৈকতের মত কিছু হ্রদ আছে। সেখানে বড় আকৃতির উটের মত সাপ ও পোকামাকড় এবং খচ্ছরের মত বিচ্ছু আছে। জাহান্নামীরা যখন প্রশান্তি পেতে চাইবে তখন তাদের বলা হবে সৈকতে চলে যাও। তারা সেখানে যেতেই সাপ-বিচ্ছু ও পোকা-মাকড় তাদের ঠোটে ও দেহের চারপাশে কামড়ে ধরবে। এতে তাদের মাংশ খসে যাবে। ফলে তারা

আবার জাহান্নামে ফিরে আসবে।” [বাহু ওয়ান নুশুর] কাব আল আহবার বলেন, ( وَإِنَّ لَهَا لَأَذُنًا كَأَمثال ) الرِّمَاحِ، تَلْقَى إِحْدَاهُنَّ الْكَافِرَ فَتَلْسَعُهُ اللَّسْعَةُ، فَيَنَائِرُ لَحْمُهُ عَلَى قَدَمَيْهِ “জাহান্নামের বিচ্ছুগুলোর বল্লমের মত লেজ থাকবে। কোনো কাফিরকে দেখলেই এমনভাবে ছোবল দেবে যে, এক ছোবলে তার মাংশ পায়ের কাছে এসে পড়বে।” [ছিফাতুন্নর]

## জাহান্নামের মালোইকা

[১৯৭] - অসংখ্য অগনিত

[১৯৮] - মালাক আছে অনুগত

[১৯৯] - আগুনের পাহারায়

[২০০] - নির্দয় নির্ভয়

[২০১] - কঠে কঠিন স্বর

[২০২] - চেহারাটা ভীতিকর

[২০৩] - দেখেই ভীষণ ভয়ে

[২০৪] - শিহরন জাগে গায়ে

[২০৫] - মনে নেই মমতা

[২০৬] - দেখলেই বুঝবে তা

মহান আল্লাহ বলেন, ( عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ) “জাহান্নামে কিছু ফেরেস্টা নিযুক্ত থাকবে। যাদের মনটা হবে কঠিন। আর কঠের স্বর হবে কর্কষ। আল্লাহ তাদের যে (শাস্তির) নির্দেশ দেবেন তারা (দয়াপরবশ হয়ে) তার অবাধ্য হবে না। বরং যে নির্দেশই তাদের দেওয়া হয় তারা তা (অক্ষরে অক্ষরে) পালন করবে।” [তাহরীম/৬] রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ( ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْنَى أَبْكَمَ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَنَصَارَتْ رَأَبًا ) “কাফিরের কবরে একজন অন্ধ ও বোবা

ফেরেস্টা নিযুক্ত করা হবে যার হাতে থাকবে একটি হাতুড়ি। যদি তা দ্বারা কোনো পাহাড়ে আঘাত করা হয় তবে তা ধূলিকনায় পরিনত হবে।” [আবু দাউদ]

রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে কবরে দুজন ফেরেস্টা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ( وَيَطَّانَ فِي أَشْعَارِهِمَا، أُعْيِيَهُمَا ) كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّغْدِ الْقَاصِفِ، مَعَهُمَا مِرْزَبَةٌ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مَيِّ لَمْ يَقُولُهَا “তাদের বড় বড় দাঁত থাকবে যা দিয়ে তারা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে আসবে। চুল এতই লম্বা হবে যে হাটার সময় তা পদদলিত হবে। তাদের দৃষ্টি হবে বিদ্যুৎ চমকের মত। তাদের কণ্ঠস্বর বজ্রপাতের মত। তাদের হাতে থাকবে বিশাল আকৃতির হাতুড়ি। হজ্জের সময় মিনাতে যত লোক জড়ো হয় সকলে মিলেও যা উত্তোলন করতে সক্ষম হবেনা।” [মুসান্নাফে আদ্বির রাজ্জাক]

ইকরিমা বলেন, ( إِذَا وَصَلَ أَوَّلُ أَهْلِ النَّارِ إِلَى النَّارِ، ) وَجَدُوا عَلَى الْبَابِ أَرْبَعِينَ أَلْفَ مِنْ حَزَنَةِ جَهَنَّمَ، سُودٌ وَجُوهُهُمْ، كَالِخِةِ أَنْبَاءِهِمْ، فَذَنَزَعَ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِهِمُ الرَّحْمَةَ، لَيْسَ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الرَّحْمَةِ “যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌছাবে জাহান্নামের দরজায় তারা চার লক্ষ ফেরেস্টা দেখতে পাবে। তাদের চেহারা হবে কালো। দাতগুলো হবে কুৎসিত। তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ সকল প্রকার দয়া তুলে নেবেন। তাদের কারও অন্তরে বিন্দু পরিমাণ দয়া উপস্থিত থাকবে না।” [ইবনে কাছির]

[২০৭] - লোহার দেলটা যেনো

[২০৮] - হাসি নেই মুখে কোনো

বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ মিরাজে গেলে সকল ফেরেস্টা হাসি মুখে তাকে স্বাগত জানায়। কেবল একজন ছাড়া। রসুলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে জিবরাইলকে



প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, (لَمْ يَضْحَكْ مُنْذُ) “সে হলো জাহান্নামের ফেরেস্টা। তাকে সৃষ্টি করার পর থেকে কখনও সে হাসেনি। যদি কারও উদ্দেশ্যে সে হাসতো তবে আপনার উদ্দেশ্যেও অবশ্যই হাসতো।” [ইবনে কাসির]

[২০৯] - কঠিন শাস্তি যত

[২১০] - দিয়ে চলে অবিরত

[২১১] - বিশাল হাতুড়ি দিয়ে

[২১২] - প্রহার করবে গাঁয়ে

[২১৩] - শরীরের হাড় তার

[২১৪] - ভেঙে হবে চুরমার

[২১৫] - ভীষণ সে আঘাতে

[২১৬] - পুতে যায় মাটিতে

[২১৭] - আবারও তুলে এনে

[২১৮] - কঠিন আঘাত হানে

[২১৯] - এভাবেই চিরকালে

[২২০] - শাস্তিটা দিয়ে চলে

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন, (وَلَهُمْ مَقَامُعٌ مِنْ حَدِيدٍ) “তাদের জন্য রয়েছে লোহার হাতুড়ি।” [হাজ্জ/২১] বর্ণিত আছে, (ضُرِبُوا بِمَقَامِعَ، فَهَوُوا سَبْعِينَ خَرِيفًا) “জাহান্নামীদের হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা হলে তারা সত্তর বছর ধরে নিচে পুতে যেতে থাকবে।” [সিফাতুন্নার] রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَفَةٍ) مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصْبِحُ صَبِيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الْكَافِرُ وَ الْمُنَافِقُ “কাফির ও মুনাফিককে হাতুড়ি দ্বারা কানের পাশে আঘাত করা হলে সে এমনভাবে চিৎকার করে উঠবে যে, জ্বিন ও মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্টি তা শুনতে পারবে।” [বুখারী] ইবনে আব্বাস রা. থেকে

বর্ণিত আছে, (فَيَقَعُ كُلُّ غُضُوٍّ عَلَى حَبَالِهِ) “জাহান্নামীদের হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা হবে। ফলে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে।” [ইবনে কাছির] রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, (لَوْ أَنَّ مَقَمَعًا مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَ فِي الدُّنْيَا مَا أَقْلَهُ) (الْمُقْلَانِ) “যদি জাহান্নামের একটি লোহার হাতুড়ি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হতো তবে সকল মানুষ ও জ্বিন মিলেও তা উত্তোলন করতে পারতো না।” [ছিফাতুন নার]

## আগুনের পাহাড়

[২২১] - আগুনের অতি কাছে

[২২২] - সউদ পাহাড় আছে

[২২৩] - অতীশয় লম্বা

[২২৪] - আগুনেরই খাম্বা

[২২৫] - সত্তর বর্ষে

[২২৬] - যায় তার শীর্ষে

মহান আল্লাহ বলেন, (سَأَرْهِفُهُ صَعُودًا) “আমি তাকে ‘সউদ’ এ চড়তে বাধ্য করব।” [মুদ্দাচ্ছির/১৭] রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, (وَالصَّعُودُ جَبَلٌ فِي) (النَّارِ، فَيَصْعَدُ فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ثُمَّ هَوَى، وَهُوَ كَذَلِكَ) “সউদ হলো জাহান্নামের একটি পাহাড়। তার শীর্ষে উঠতে সত্তর বছর লাগে। তাদের সেখান থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হবে। এভাবেই চলতে থাকবে।” [বাহ] ওয়ান নুশুর, তিরমিযী] অন্য হাদীসে এসেছে, (جَبَلٌ مِنْ نَارٍ فِي النَّارِ، يَكْلَفُ أَنْ يَصْعَدَهُ، فَإِذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ذَابَتْ، فَإِذَا رَفَعَهَا عَادَتْ، وَإِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَيْهِ ذَابَتْ، وَإِذَا رَفَعَهَا عَادَتْ) “তা হলো জাহান্নামের মধ্যে অবস্থিত আগুনের পাহাড়। সেখানে তাদের উঠতে বাধ্য করা

হবে। যখন সে তার হাত তার উপর রাখবে হাত গলে যাবে। তুলে নিলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। পা রাখলে পাও গলে যাবে। তুলে নিলে আবার ঠিক হয়ে যাবে।”[বা’ছ ওয়ান নুশুর]

[২২৭] - মালাইকা ধরে ধরে

[২২৮] - উপরে নেয় তারে

[২২৯] - তারপরে জোরে ঠেলে

[২৩০] - পাহাড়ের নিচে ফেলে

[২৩১] - উঠতে চায় না তারা

[২৩২] - কিন্তু পায় না ছাড়া

[২৩৩] - তারা সবে একা একা

[২৩৪] - ঘিরে রবে মালাইকা

[২৩৫] - সামনে একটি দলে

[২৩৬] - শিকল বাধবে গলে

[২৩৭] - তারপরে টেনে টেনে

[২৩৮] - উপরেই তুলে আনে

[২৩৯] - মালাইকা আরও কিছু

[২৪০] - রবে তার পিছু পিছু

[২৪১] - বিশাল হাতুড়ি হাতে

[২৪২] - আঘাত হনবে তাতে

[২৪৩] - যখনই পড়বে পিঠে

[২৪৪] - সজোরে চলবে ছুটে

[২৪৫] - এভাবেই বারেবারে

[২৪৬] - শাস্তিটা দেয় তারে

মহান রব্বুল আলামীন বলেন, ( إِذَا الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ) “যখন তাদের গলায় বেড়ি আর শিকল পরিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।”

[মু’মিন/৭১] রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে, ( يَضْرِبُونَ بِالْمَقَامِعِ )

وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ، يُسَافُونَ إِلَى جَهَنَّمَ. فَيَقُولُ الْعَبْدُ لِلْمَلِكِ: (ارْحَمْنِي فَيَقُولُ: كَيْفَ أَرْحَمُكَ وَلَمْ يَرْحَمْكَ الرَّاحِمِينَ “ফেরেস্তারা হাতুড়ি দ্বারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করবে। এভাবে তারা তাদের জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তারা বলবে, আমাদেরকে দয়া কর। ফেরেস্তারা বলবেন, যিনি দয়ার সাগর তিনিই যখন তোমাদের উপর দয়া করেননি তখন আমরা কিভাবে দয়া করব?” [সিফাতুন্নার]

## মুনাফিকের শাস্তি

[২৪৭] - যেই জন নিজ মুখে

[২৪৮] - কালেমা বলতে থাকে

[২৪৯] - মন তার মানে না

[২৫০] - কথা কাজে মেলে না

[২৫১] - সেই হলো মুনাফিক

[২৫২] - শাস্তি পাবেই ঠিক

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন, ( إِذَا جَاءَكَ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا، إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ “মুনাফিকগন আপনার নিকট এসে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসুল। আল্লাহ নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসুল। কিন্তু মুনাফিকরা (ঈমানের দাবিতে) মিথ্যাবাদী।” [মুনাফিকুন/১]

[২৫৩] - সবই তার কারসাজী

[২৫৪] - দ্বীন নিয়ে ধোকাবাজী

[২৫৫] - বিনিময়ে সেই দিনে

[২৫৬] - সেই যাবে বোকা বনে

মহান আল্লাহ বলেন, ( يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ “তারা আল্লাহ এবং

মুমিনগনকে ধোঁকা দিতে চায়। কিন্তু আসলে তারা নিজেদেরকেই ধোকায় ফেলে। যদিও তারা তা বোঝে না।” [বাকারা/৯] অন্য আয়াতে এসেছে, (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ) “মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহই তাদের ধোকায় ফেলবেন।” [নিসা/১৪২]

- [২৫৭] - হাশরে প্রথম দিকে
- [২৫৮] - মুমিন আর মুনাফিকে
- [২৫৯] - যোগ দেয় এক সাথে
- [২৬০] - নুর পায় হাতে হাতে
- [২৬১] - মুনাফিক যেই জনে
- [২৬২] - সেই জন সেই ক্ষনে
- [২৬৩] - ভাববে আপন মনে
- [২৬৪] - বেঁচে গেছি এ জীবনে
- [২৬৫] - ধোকাবাজী ফাঁকিবাজী
- [২৬৬] - দেখেনিকো কেউ বুঝি
- [২৬৭] - কিন্তু যখন সবে
- [২৬৮] - সিরাতে পার হবে
- [২৬৯] - একটু সময় বাদে
- [২৭০] - পড়বে সে বিপদে
- [২৭১] - নুর তার নিভে যাবে
- [২৭২] - আধারেই পড়ে রবে
- [২৭৩] - সঠিক ঈমান যার
- [২৭৪] - সেই শুধু হবে পার
- [২৭৫] - নুর তার জ্বলে রবে
- [২৭৬] - আধার তো দূর হবে

ইমাম কুরতুবী رحمته الله হাসান رحمته الله থেকে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন, (يُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ) مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ نَوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُفْرَجُ الْمُنَافِقُونَ وَيُظَنُّونَ أَنَّهُمْ

“মুমিন (قَدْ نَجَوْا، فَإِذَا جَاءُوا إِلَى الصِّرَاطِ طُفِيَ نُورُ كُلِّ مُنَافِقٍ) ও মুনাফিক প্রত্যেক মানুষকেই কিয়ামতের দিন নুর প্রদান করা হবে। তখন মুনাফিকরা ভাববে তারা হয়তো মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু পুলসিরাতে এসে সকল মুনাফিকের নুর নিভে যাবে।” [তাহসিরে কুরতুবী]

- [২৭৭] - সে সময় মুনাফিকে
- [২৭৮] - মুমিনকে বলে ডেকে
- [২৭৯] - আমাদের নিয়ে যাও
- [২৮০] - আলোটাও জ্বলে দাও
- [২৮১] - মুমিনরা বলে তাকে
- [২৮২] - যাও না পিছন দিকে
- [২৮৩] - পুনরায় আলো জ্বলে
- [২৮৪] - আবার আসবে চলে
- [২৮৫] - এভাবেই তামাশায়
- [২৮৬] - নিফাকীর শোধ নেয়
- [২৮৭] - পরে সব মুনাফিকে
- [২৮৮] - পড়ে যায় দোজখে

মহান আল্লাহ বলেন, (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا) “সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মহিলারা মুমিনদের উদ্দেশ্যে বলবে, একটু দাড়াও, তোমাদের আলো থেকে আমরাও আলো জ্বলে নিই। তাদের (তামাশা করে) বলা হবে, পিছনে ফিরে গিয়ে আলোর খোজ করো।” [হাদীদ/১৩]

- [২৮৯] - যারা আছে মুনাফিক
- [২৯০] - শান্তি অত্যাধিক
- [২৯১] - জাহীমের গভীরে
- [২৯২] - নিশিতের আধারে

[২৯৩] - লোহার এক সিন্দুকে

[২৯৪] - বন্দি হয়েই থাকে

[২৯৫] - খবর থাকে না তার

[২৯৬] - কে কোথা আছে আর

[২৯৭] - নির্জনে এই ভাবে

[২৯৮] - আজীবনে সাজা পাবে

বর্ণিত আছে, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন, (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي تَوَابِيَتْ مِنْ حَدِيدٍ مَقْفَلَةٍ عَلَيْهِمْ فِي النَّارِ) “জাহান্নামে মুনাফিকদের তালাবদ্ধ লোহার কফিনে আটকে রাখা হবে।” [তফসীরে তবারী]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, (إِذَا بَقِيَ فِي النَّارِ مَنْ يُخَلَّدُ فِيهَا جَعِلُوا) فِي تَوَابِيَتْ مِنْ حَدِيدٍ فِيهَا مَسَامِيرُ مِنْ حَدِيدٍ، ثُمَّ جُعِلَتْ تِلْكَ التَّوَابِيَتْ فِي تَوَابِيَتْ مِنْ حَدِيدٍ فِيهَا مَسَامِيرُ مِنْ حَدِيدٍ، ثُمَّ جُعِلَتْ تِلْكَ التَّوَابِيَتْ فِي تَوَابِيَتْ مِنْ حَدِيدٍ فِيهَا مَسَامِيرُ مِنْ حَدِيدٍ، فَمَا يَرَى أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يُعَذَّبُ فِي النَّارِ غَيْرُهُ) “যখন (পাপি মুমিনরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর) কেবল যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী তারা অবশিষ্ট থাকবে তখন তাদের লোহার কফিনে ভরা হবে যা লোহার পেরেক দ্বারা আটকানো হবে। ঐ কফিনটি অন্য আরেকটি লোহার কফিনে ভরা হবে। সেটিও পেরেক দ্বারা আটকানো হবে। সেই কফিনটি আরেকটি কফিনের মধ্যে ভরা হবে। সেটাও লোহার পেরেক দ্বারা আটকানো হবে। এমনকি সে ভাবে জাহান্নামে সে ছাড়া অন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না।” [ছিফাতুন নার]

জাহান্নামিদের সাথে জাহান্নামিদের

সংলাপ

[২৯৯] - আল্লাহ হিসাব দেখে

[৩০০] - আগুনে দেবেন যাকে

[৩০১] - জাহান্নামী হবে যারা

[৩০২] - তাদের বলবে তারা

[৩০৩] - তোমাদের জাহান্নামে

[৩০৪] - যা কিছু দেয় খেতে

[৩০৫] - আর আছে যেই পানি

[৩০৬] - দাও না একটুখানি

[৩০৭] - মুমিনরা বলে তাকে

[৩০৮] - কি হবে এখন ডেকে

[৩০৯] - জাহান্নামী সব খানা

[৩১০] - কাফিরের খেতে মানা

[৩১১] - আল্লাহর বাণী এটা

[৩১২] - মানতেই হবে সেটা

মহান আল্লাহ স্বঃ বলেন, (وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ) أَصْحَابُ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ خَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ) “জাহান্নামীরা জাহান্নামিদের ডেকে বলবে, আল্লাহ তোমাদের যেসব খানা-পিনা প্রদান করেছেন তা থেকে আমাদের কিছু দাও। জাহান্নামিরা তখন বলবে, আল্লাহ কাফিরদের উপর এসব খাবার-পানি হারাম করে দিয়েছেন।” [আরাফ/৫০]

[৩১৩] - যেই যাবে দোজখে

[৩১৪] - মুমিন বলবে তাকে

[৩১৫] - করলে কিবা কাজ

[৩১৬] - অনলে এলে আজ

[৩১৭] - বলবে সবে তারা

[৩১৮] - নামাজ পড়িনি মোরা

[৩১৯] - মিসকিন লোক দেখে

[৩২০] - দেইনি খাবার তাকে

[৩২১] - কাফিরের দলে জুটে

[৩২২] - তামাশায় দিন কাটে

[৩২৩] - অস্বীকার করি শেষে

[৩২৪] - আখিরাত দিবসে

[৩২৫] - সুপারিশ তাই আজ

[৩২৬] - করেনিকো কোনো কাজ

[৩২৭] - পুড়ছি আগুন মাঝে

[৩২৮] - সময় কাটছে বাজে

মহান আল্লাহ বলেন, (فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِمِينَ \* ) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ \* وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ \* وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ \* ) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ \* فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ “জান্নাতিরা জাহান্নামীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, কি কারণে তোমরা সাকার নামক দোজখে এলে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, মিসকিনকে খাবার দিতাম না আর দ্বীন নিয়ে যারা তামাশা করে তাদের তাল মিলিয়ে আমরাও তামাশা করতাম এবং বিচার দিনকে বিশ্বাস করতাম না। এভাবেই আমাদের মৃত্যু এসে গেলো। তাই কারো শুপারিশ আমাদের কোনো কাজে আসেনি।” [মুদ্দাছির/৪০-৪৮]

## যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

[৩২৯] - যে জন নিসাব হলে

[৩৩০] - যাকাত দেয় না মালে

[৩৩১] - মাল তার কাল হবে

[৩৩২] - সাপ হয়ে দংশাবে

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (يَكُونُ كَنْزٌ أَخَذَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا ) أَفْعَ , يَفْرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ , فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ , قَالَ : وَاللَّهِ لَنْ (يَزَالَ يَطْلُبُهُ , حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِيَهَا فَاهُ “যে ব্যক্তি জাকাত না দিয়ে সম্পদ জমিয়ে রাখে তার সম্পদ

কেয়ামতের দিন (বৃহদাকৃতির) টেকো সাপের রূপ গ্রহন করবে। সে তার থেকে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। কিন্তু সাপটি তার পিছু ধাওয়া করবে এবং বলবে আমিই তোমার জমানো ভান্ডার। আল্লাহর কসম সাপটি তার পিছু ধাওয়া করবে এমনকি শেষে তাকে ধরে মুখে ভরবে।” [বুখারী] নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে, (فَيَلْتَرُمُهُ أَوْ يُطَوِّفُهُ) “সাপটি তাকে জড়িয়ে ধরবে বা পেচিয়ে ধরবে।”

[৩৩৩] - জমানো সোনা চাঁদি

[৩৩৪] - যাকাত না দেয় যদি

[৩৩৫] - আগুনে তাপ দিয়ে

[৩৩৬] - সেক দেয় তার গাঁয়ে

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন, (وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْصَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُؤُهُمْ فَتَكُؤَى بِهِمَا جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ “যারা সোনা-রোপা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করে জমিয়ে রাখে তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান করুন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলো উত্তপ্ত করে তাদের কপাল, পিঠ ও দুই পার্শ্ব সেক দেওয়া হবে এবং বলা হবে এই সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমিয়ে রেখেছিলে। এখন সেই জমানো সম্পদের স্বাদ ভোগ করো।” [তাওবা/৩৪-৩৫]

[৩৩৭] - পশু হলে দলে মলে

[৩৩৮] - চটকাবে নিচে ফেলে

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (تَأْتِي الْإِبِلَ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا نَطًّا ) صَاحِبُهَا بِأَخْفَافِهَا , وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ نَطًّا صَاحِبُهَا بِأَطْلَافِهَا , (وَتَنْطَحُّهُ بِقُرُوعِهَا “যে উটের মালিক তার জাকাত প্রদান করেনি কেয়ামতের দিন সে এসে তাকে

পদদলিত করবে। আর গরু-ছাগল এসে তাকে পায়ের নিচে ফেলে চটকাবে এবং শিং দ্বারা গুতো মারবে।” [ইবনে মাযাহ]

[৩৩৯] - শান্তির নাও সাদ

[৩৪০] - আমি সেই সম্পদ

একটি হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, সম্পদ সাপ হয়ে পিছু ধাওয়া করবে এবং বলবে (أَنَا كَزْرَاءُ) “আমি তোমার সম্পদ।” [বুখারী]

**জাহান্নামে গিয়ে কার্ফিরদের দুই দলের  
মধ্যে আলোপ**

[৩৪১] - কাফিরে দলে দলে

[৩৪২] - আগুনে যাবে চলে

[৩৪৩] - নেতা গোতা আছে যারা

[৩৪৪] - আগেই ঢুকবে তারা

[৩৪৫] - অনুগত অনুসারী

[৩৪৬] - যাবে তার পরপরই

[৩৪৭] - প্রথমেই যারা ঢোকে

[৩৪৮] - পরের দলকে দেখে

[৩৪৯] - তামাশার ছলে বলে

[৩৫০] - তোমরাও চলে এলে

[৩৫১] - সকলে ধ্বংস হও

[৩৫২] - আগুনের স্বাদ নাও

[৩৫৩] - শেষের দলটি বলে

[৩৫৪] - তোমরাই নেতা ছিলে

[৩৫৫] - ছলে বলে কৌশলে

[৩৫৬] - আগুনেই ফেলে দিলে

[৩৫৭] - তোমরা অধিক দোষী

[৩৫৮] - শাস্তি পাবেই বেশি

[৩৫৯] - আল্লাহ বলেন শেষে

[৩৬০] - তোমরাই কম কিসে

[৩৬১] - সকলে সমান দোষী

[৩৬২] - দুজনেই পাবে বেশি

কুরআনে এসেছে, একদল জাহান্নামীকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হলে জাহান্নামীরা বলবে, (هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَسِّرَ الْفَرَارَ \* قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ) “এই যে আরেকটি দল তোমাদের সাথে যোগ দিচ্ছে। তারা ধ্বংস হোক। তারা জাহান্নামের বাসিন্দা। নতুন দলটি বলবে, তোমারাও ধ্বংস হও। তোমরাই তো আমাদের (পথভ্রষ্ট করে) এই নিকৃষ্ট বাসস্থানে নিয়ে এসেছো। তারপর তারা বলবে, হে আল্লাহ! যারা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে তাদের শাস্তি দ্বিগুন বৃদ্ধি করুন। [হুদ/৫৯-৬১] অন্য আয়াতে এসেছে, (قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ) তখন আল্লাহ বলবেন, “উভয় দলই দ্বিগুন শাস্তি পাবে। কিন্তু তোমারা তা বোঝো না।” [আরাফ/৩৮] তখন আগের দলটি নতুন দলটিকে বলবে, (فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ) “তবে তো আমাদের সাথে তোমাদের কোনো পার্থক্য থাকলো না। অতএব নিজেদের কর্মের বিনিময়ে শাস্তি ভোগ করতে থাকো।” [আরাফ/৩৯]

[৩৬৩] - সেদিন বিচার শেষে

[৩৬৪] - ইবলিস বলে এসে

[৩৬৫] - শোনো সবে আজ বলি

[৩৬৬] - আমাকে দিয়ো না গালি

[৩৬৭] - তোমরা আপন দোষে

- [৩৬৮] - চুকলে আশুন দেশে  
 [৩৬৯] - ছিলো না শক্তি মোর  
 [৩৭০] - করবো কাউকে জোর  
 [৩৭১] - মিথ্যা কথার ছকে  
 [৩৭২] - ডেকেছি আড়াল থেকে  
 [৩৭৩] - সকলে তাতেই ভুলে  
 [৩৭৪] - সেই ডাকে সাড়া দিলে  
 [৩৭৫] - আমার সেসব কথা  
 [৩৭৬] - সব হলো আজ বৃথা  
 [৩৭৭] - আল্লাহ যা বলেছিল  
 [৩৭৮] - সেটাই সত্য ছিল  
 [৩৭৯] - কাফিরের দল যারা  
 [৩৮০] - আশুনেই যাবে তারা  
 [৩৮১] - আজ কেউ কারো তরে  
 [৩৮২] - আসবে না উপকারে  
 [৩৮৩] - বাঁচার রাস্তা নেই  
 [৩৮৪] - থাকো সবে আশুনেই

কুরআনে এসেছে, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا فُضِي الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ “বিচার শেষে শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদাই করেছিলেন। আমিও ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু তা ভঙ্গ করেছে। আমি তোমাদের জোর করে পথভ্রষ্ট করিনি। কেবল (মিথ্যা আশা দিয়ে) বিপথে ডেকেছি আর তোমরা সাড়া দিয়েছো। অতএব আজ আমাকে দোষ দিয়ো না। বরং নিজেদের দোষ দাও। তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমিও তোমাদের উদ্ধার করতে পারবো না। তোমরা যে

দুনিয়াতে আমার কথা শুনে শিরক-কুফরে লিপ্ত হয়েছো সেটা আমি এখন অস্বিকার করছি। যালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।” [ইবরাহিম/২২]

## মালিক ফেরেশতার সাথে কথা

- [৩৮৫] - জাহীমের সর্দার  
 [৩৮৬] - মালিক নামটা তার  
 [৩৮৭] - তাকেই সবাই বলে  
 [৩৮৮] - আপন রবকে বলে  
 [৩৮৯] - শাস্তিটা একদিন  
 [৩৯০] - একটু কমিয়ে দিন  
 [৩৯১] - মালিক তাদের বলে  
 [৩৯২] - চিরদিন চিরকালে  
 [৩৯৩] - তোমরা কাফির সবে  
 [৩৯৪] - দোজখেই থেকে যাবে

মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ \* قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ “জাহান্নামীরা জাহান্নামের ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলবে, আপনাদের রবকে ডেকে বলুন যেনো আমাদের একদিনের শাস্তি লাঘব করেন। তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি রসূলগন দলীল-প্রমাণসহ আগমন করেনি? তারা বলবে হ্যাঁ। তখন ফেরেশ্তারা বলবেন, তাহলে দোয়া করতে থাকো। তবে (জেনে রাখো) কাফিরদের দোয়া সর্বদায় ব্যর্থ হবে।” [মুনি/৪৯] অন্য আয়াতে এসেছে, وَتَذَكَّرُوا (يَا مَالِكُ لِيُخَفِّرَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ) “জাহান্নামীরা জাহান্নামের ফেরেশতা মালিককে ডেকে বলবে, হে মালিক, তোমার রব আমাদের ধ্বংস করে দিক।

তিনি বলবেন, তোমাদের এখানে চিরকাল থাকতে হবে।” [যুখরুফ/৭৭]

[৩৯৫] - এভাবেই তারা সবে

[৩৯৬] - আগুনেই থেকে যাবে

[৩৯৭] - শাস্তি কমে না মোটে

[৩৯৮] - উল্টো বৃদ্ধি ঘটে

মহান আল্লাহ বলেন, (كَلَّمَا خَبَتْ زُدَّتْهُمْ سَعِيرًا) “দোজখের আগুনের উত্তাপ সামান্য একটু কমে গেলেই আমি আবারও তা বৃদ্ধি করে দেবো।” [ইসরা/৯৭] অন্য আয়াতে এসেছে, (فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا) “শাস্তি ছাড়া তোমাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না।” [নাবা/৩০]

## দুনিয়াতে ফিরে আসার ইচ্ছা

[৩৯৯] - কাফির লোক যারা

[৪০০] - বিচারের পর তারা

[৪০১] - মাথাটা বুকিয়ে রেখে

[৪০২] - আল্লাহকে বলে ডেকে

[৪০৩] - স্বীকার করছি সবে

[৪০৪] - পাপেই ছিলাম ডুবে

[৪০৫] - লোভকে করিনি রোধ

[৪০৬] - এখন হয়েছে বোধ

[৪০৭] - যদি মোরা পুনরায়

[৪০৮] - দুনিয়াতে ফিরে যায়

[৪০৯] - ঈমান আমল করে

[৪১০] - জান্নাতে যাবো ফিরে

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন, (وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ) “যদি আপনি দেখতেন, যখন পাপীরা

আল্লাহর সামনে মাথা নত করে বলবে, হে আমাদের রব! আমরা এখন শুনেছি এবং বুঝেছি। আমাদের আরেকবার দুনিয়াতে ফিরিয়ে দিন। এবার আমরা ভালো আমলই করবো। এখন আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে।” [সাজদা/১২] অন্য আয়াতে এসেছে, (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ (السَّعِيرِ) \* فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) “আর তারা বলবে, যদি আমরা (দুনিয়ার জীবনে) বুঝে-শুনে কাজ করতাম তবে তো জাহান্নামের অধিবাসী হতাম না। এভাবে তারা নিজেদের কুকর্মের স্বীকৃতি দেবে। অতএব জাহান্নামের অধিবাসীদের জন্য দুর্ভোগ।” [মুলক/১১-১২]

[৪১১] - বলেন আল্লাহ পাকে

[৪১২] - কিভাবে দিয়েছি লিখে

[৪১৩] - কাফির যারা হবে

[৪১৪] - আগুনে জ্বলতে হবে

[৪১৫] - মৃত্যুর পরে আর

[৪১৬] - পথ নেই ফিরবার

এক আয়াতে এসেছে, তাদের উত্তরে মহান আল্লাহ বলবেন, (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ) “ইচ্ছা করলে তো আমি (প্রথম জীবনেই) সকল মানুষকে হিদায়াত দিতে পারতাম। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে যে, আমি জাহান্নামকে কিছু মানুষ ও জিন দ্বারা ভর্তি করবো।” [সাজদা/১৩]

[৪১৭] - আল্লাহর দরবারে

[৪১৮] - বলে তারা বারেকারে

[৪১৯] - আজকে সবাই মোরা

[৪২০] - হয়েছি ভাগ্য হারা



[৪২১] - প্রভু হে তুমি তাও

[৪২২] - মোদের মুক্তি দাও

[৪২৩] - আল্লাহ বলেন রেগে

[৪২৪] - চলে যাও দূরে ভেগে

[৪২৫] - চুপ করে থাকো হেথা

[৪২৬] - বলবে না কোনো কথা

[৪২৭] - দুনিয়ার সে জীবনে

[৪২৮] - আমার বান্দাগনে

[৪২৯] - কঠিন ঈমান এনে

[৪৩০] - বলতো আমার শানে

[৪৩১] - প্রভু হে তুমি বড়ো

[৪৩২] - আমাদের ক্ষমা করো

[৪৩৩] - তোমরা সে ডাক শুনে

[৪৩৪] - হাসি পেতে মনে মনে

[৪৩৫] - আজকের এই দিনে

[৪৩৬] - সবরের প্রতিদানে

[৪৩৭] - তাদের দিয়েছি আমি

[৪৩৮] - শান্তি সুখের ভূমি

মহান আল্লাহ বলেন, ( قَالَو رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا ) فَوْمًا ضَالِّينَ \* رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ \* قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ \* إِنَّهُ كَانَ قَرِيْقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ \* فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ \* إِنِّي جَزَيْتُهُمُ “তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছে। আর আমরা তো পথভ্রষ্ট ছিলাম। হে আমাদের রব, আমাদের জাহান্নাম থেকে বের করুন। যদি আমরা (দুনিয়ার জীবনে) ফিরে যেতে পারি (তবে ভালো আমল করবো।) যেহেতু আগেরবার পাপ কাজ করেছি (এবং শিক্ষা

পেয়েছি।) আল্লাহ বলবেন, চুপ থাকো। আমার সাথে কথা বলো না। দুনিয়ার জীবনে আমার কিছু বান্দা বলতো, হে আল্লাহ, আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর দয়া করুন। আপনিই তো সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু। তোমরা আল্লাহকে ভুলে তাদেরকে নিয়ে তামাশা করতে এবং হাসা-হাসী করতে। তারা যে ধৈর্য অবলম্বন করতো তার বিনিময়ে আজ আমি তাদেরকে সফলতা প্রদান করেছি। ” [মুমিনুন/১০৬-১১১]

### মৃত্যুকে ডাকা

[৪৩৯] - বারেবারে তারা সবে

[৪৪০] - আল্লাহকে ডেকে যাবে

[৪৪১] - মুক্তি পায় না তবু

[৪৪২] - শান্তি পায় না কভু

[৪৪৩] - অবশেষে আফসোসে

[৪৪৪] - বাঁচার জন্য সে

[৪৪৫] - বারেবারে নিজ মুখে

[৪৪৬] - ডেকে যায় মৃত্যুকে

মহান আল্লাহ বলেন, ( وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ ) دَعَا هُنَالِكَ نُبُورًا \* لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ نُبُورًا وَاجِدًا وَادْعُوا نُبُورًا كَذِبًا “যখন তাদেরকে শিকলে বেধে সংকীর্ণ প্রকণ্ঠে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে। বলা হবে, একবার নয় বারংবার মৃত্যু কামনা করো।” [ফুরকান/১৩] অন্য আয়াতে এসেছে, (وَيَسْأَلُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) “কাফিররা বলবে, হায়! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম” [নাবা/৪০]

[৪৪৭] - কিন্তু সে বাঁচবে না

[৪৪৮] - মৃত্যুও আসবে না

[৪৪৯] - তাই তারা আজীবনে

[৪৫০] - রয়ে যাবে আগুনে

আল্লাহ ﷻ বলেন, (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ) “কাফেরদের জন্য রয়েছে দোষখের আগুন।

তাদের ধ্বংশ করে দেওয়া হবে না ফলে তারা মৃত্যুবরণও করবে না। আর তাদের শাস্তিও কখনও হালকা করা হবে না। এভাবেই আমি কাফিরদের শাস্তি প্রদান করে থাকি।” [ফাতির/৩৬] অন্য আয়াতে এসেছে, (وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ) “মৃত্যু তাকে চারপাশ থেকে পাকড়াও করবে। তবু সে মৃত্যুবরণ করবে না। সর্বদা তার অপেক্ষায় থাকবে কঠিন শাস্তি।”

[ইবরাহিম/১৭] রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةٍ) كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْا، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأَوْا، فَيَذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ “বিচারের পরে মৃত্যুকে একটি সুদর্শন ভেড়ার আকৃতিতে হাজির করা হবে এবং একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, ওহে জান্নাতবাসী। জান্নাতীরা তখন গলা উচু করে তাকাবে। বলা হবে, তোমরা কি একে চেনো? তারা বলবে, হ্যাঁ। এটা মৃত্যু। তারা সকলেই তাকে দেখতে পাবে। এরপর ঘোষণা করা হবে, ওহে জাহান্নামবাসী। জাহান্নামীরা তখন গলা উচু করে তাকাবে। বলা হবে তোমরা কি একে চেনো। তারা বলবে হ্যাঁ। এটা মৃত্যু। তারা সকলেই তাকে দেখতে পাবে। এরপর মৃত্যুকে জবাই করা হবে এবং বলা হবে ওহে জান্নাতীরা, তোমাদের

জীবন চিরস্থায়ী, কোনো মৃত্যু নেই। আর ওহে জাহান্নামীরা, তোমাদের জীবনও চিরস্থায়ী, কোনো মৃত্যু নেই।” [বুখারী]

ঠাট্টার বদলে ঠাট্টা

[৪৫১] - এভাবে কাফির লোকে

[৪৫২] - আগুনেই পড়ে থাকে

[৪৫৩] - মুমিন যারাই হবে

[৪৫৪] - জান্নাতে সুখে রবে

[৪৫৫] - সকল কাফির লোকে

[৪৫৬] - মুমিনগণকে দেখে

[৪৫৭] - তামাশা করার ছলে

[৪৫৮] - হেসে হেসে আজ বলে

[৪৫৯] - ঈমান এনেছে যারা

[৪৬০] - তারা সবে পথ হারা

মহান আল্লাহ বলেন, (إِنَّ الَّذِينَ أُجْرِمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ) آمَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ \* وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ \* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ \* وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ) “(দুনিয়ার জীবনে) পাপী লোকেরা মুমিনদের দেখে হাসতো। রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হলে বিদ্রূপ করতো। পরে তারা উৎফুল্ল হয়ে বাড়িতে ফিরতো। তারা মুমিনদের দেখে বলতো, এরাই পথভ্রষ্ট। তাদেরকে তো আর পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়নি।

[মুতফফিফিন/২৯-৩৩]

[৪৬১] - এ কথার প্রতিদানে

[৪৬২] - আজকের এই দিনে

[৪৬৩] - হাসবে মুমিন যারা

[৪৬৪] - খুশিতে আত্মহারা

[৪৬৫] - মনেতে ফুর্তি নিয়ে

[৪৬৬] - চেয়ারে হেলান দিয়ে

[৪৬৭] - বলবে কাফির সবে

[৪৬৮] - ফল কি পেয়েছে তবে?

আল্লাহ তাআলা বলেন, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ، \* عَلَى الْأَرَْائِكِ يَنْظُرُونَ \* هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَصْحَكُونَ \* (আর আজ (আখিরাতে) মুমিনরা কাফিরদের নিয়ে হাসি-তামাশা করবে। তারা আরাম কেদারায় বসে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষন করবে। আর (নিজেদের মধ্যে প্রশ্ন করবে) কাফেররা তাদের কর্মফল পেয়েছে তো?” [মুতাফফিফীন/৩৪-৩৬]

## প্রার্থনা

- [১] - গভীর রাতের মাঝে
- [২] - কখনও সকাল সাঝে
- [৩] - দোয়া করে বলি রব
- [৪] - মাফ করো গোনা সব
- [৫] - রাজাদের রাজা তুমি
- [৬] - অধম বান্দা আমি
- [৭] - আগুনের কথা শুনে
- [৮] - ভয় জেগে ওঠে মনে
- [৯] - শাস্তি পাওয়ার ভয়ে
- [১০] - জল নামে আখিধয়ে
- [১১] - ভয়ে হই জড়ো সড়ো
- [১২] - প্রভু তুমি ক্ষমা করো
- [১৩] - তপ্ত আগুন থেকে
- [১৪] - বাঁচাও এই বান্দাকে

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ: ) اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ: اللَّهُمَّ اجْرِهُ مِنَ النَّارِ “যে ব্যক্তি তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে জান্নাত বলে, হে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। একইভাবে যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দেন।” [তিরমিযী]

জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশ

- [১] - হাশরের ময়দানে
- [২] - কঠিন বিচার দিনে
- [৩] - মিজানের ওজনে
- [৪] - পাপী হবে যে জনে
- [৫] - শিকলের বন্ধনে
- [৬] - সজোরে টেনে টেনে
- [৭] - মালাইকাগণে এনে
- [৮] - ফেলে দেবে আগুনে
- [৯] - ফটক উন্মোচনে
- [১০] - বিকট এক গর্জনে
- [১১] - সে আগুন ধেয়ে এসে
- [১২] - গিলে নেবে গোত্রাসে
- [১৩] - জাহীমের গহনে
- [১৪] - আগুনের লেহনে
- [১৫] - সুন্দর দেহ তার
- [১৬] - পুড়ে হবে অঙ্গার

জাহান্নামের আগুনের বর্ণনা

- [১৭] - ভয়ানক সে আগুন
- [১৮] - উত্তাপ বহুগুণ
- [১৯] - মাংস ভেদ করে

- [২০] - পৌঁছায় অন্তরে
- [২১] - লেলিহান শিখা যেনো
- [২২] - হিংস্র জীব কোনো
- [২৩] - আচানক থাবা মেরে
- [২৪] - পাপীলোক নেয় ধরে
- [২৫] - আধারের রঙ তার
- [২৬] - গভীর অন্ধকার
- [২৭] - প্রচন্ড গরমে
- [২৮] - কষ্টটা চরমে
- [২৯] - বাতাসেও উত্তাপ
- [৩০] - ছায়ার নিচেও তাপ
- [৩১] - গনগনে আগুনে
- [৩২] - সুখ নেই জীবনে

জাহান্নামের আগুনে শাস্তির বিবরণ

- [৩৩] - কাফিরের দল যারা
- [৩৪] - আগুনে ঢুকবে তারা
- [৩৫] - আজীবনে হবে তার
- [৩৬] - আগুনেই বাস ঘর
- [৩৭] - সেই খানে তারা সবে
- [৩৮] - আগুনে শাস্তি পাবে
- [৩৯] - চামড়াটা জ্বলে পুড়ে

- [৪০] - বারেবারে ঝরে পড়ে
- [৪১] - আবার গজিয়ে ওঠে
- [৪২] - বারবার এই ঘটে
- [৪৩] - চারিদিকে ঘিরে তাকে
- [৪৪] - আগুন জ্বলতে থাকে
- [৪৫] - আগুনের শামিয়ানা
- [৪৬] - আগুনেরই বিছানা
- [৪৭] - আগুনের পোশাকই পরনে
- [৪৮] - এক তিল সুখ নেই জীবনে

#### জাহান্নামীদের শরীরের বর্ণনা

- [৪৯] - দেহ তার অতিকায়
- [৫০] - লম্বায় চওড়ায়
- [৫১] - প্রশস্ত কাঁধদ্বয়
- [৫২] - দুরূহ অতিশয়
- [৫৩] - ঘোড়া যদি ছুটে যায়
- [৫৪] - তিন দিনে পার হয়
- [৫৫] - পাহাড়ের মতো মাড়ি
- [৫৬] - চামড়াটা দুই কুড়ি
- [৫৭] - বসে যে জায়গায়
- [৫৮] - ক'মাইল জুড়ে নেয়
- [৫৯] - সুবিশাল দেহে তার

- [৬০] - প্রতিটি মাংস হাড়
- [৬১] - গনগনে আগুনে
- [৬২] - পুড়ে যাবে সেখানে
- [৬৩] - দানবের মতো দেহে
- [৬৪] - শাস্তি চলতে রহে
- [৬৫] - মালাইকা জীব ধরে
- [৬৬] - টান দেয় খুব জোরে
- [৬৭] - জীব তার লম্বায়
- [৬৮] - বহু দূর চলে যায়
- [৬৯] - আগুনের মাঝে বসে
- [৭০] - কান্নায় বুক ভাসে
- [৭১] - জল পড়ে চোখ দিয়ে
- [৭২] - খাল বিল যায় বয়ে
- [৭৩] - দুঃখের নেই শেষ
- [৭৪] - কান্নারই পরিবেশ

#### জাহান্নামীদের খাবার

- [৭৫] - খাবারের তালিকায়
- [৭৬] - কুরানে যা লেখা পায়
- [৭৭] - অখাদ্য সে খাবার
- [৭৮] - মোটে নয় রুচিকর
- [৭৯] - সে খাবার খায় কে

[৮০] - অতিশয় পাপী যে  
[৮১] - অপরাধী নাম করা  
[৮২] - থাকেনাকো পাপ ছাড়া  
[৮৩] - সত্যকে মানে না  
[৮৪] - সৎ পথে চলে না  
[৮৫] - সেই খাবে বারবার  
[৮৬] - ভয়ানক সে খাবার  
[৮৭] - নাপাকীর হৃদ এক  
[৮৮] - নাম তার গসসাক  
[৮৯] - পূজ আর রক্ত  
[৯০] - স্বাদ তার তিত্ত  
[৯১] - অতিশয় গন্ধ  
[৯২] - দেখতেও মন্দ  
[৯৩] - আরও আছে গিসলীন  
[৯৪] - নামটাই শুধু ভীন  
[৯৫] - আর সব কাজ এক  
[৯৬] - সেও যেনো গসসাক  
[৯৭] - ফল আছে একটা  
[৯৮] - যাকুম নামটা  
[৯৯] - তিত্ত স্বাদ তার  
[১০০] - গন্ধে একাকার

[১০১] - দেখতেও ভয়ানক  
[১০২] - ডাইনীর মস্তক  
[১০৩] - ঢুকবে যখন পেটে  
[১০৪] - টগবগ করে ফোটে  
[১০৫] - আরও কত খাদ্য  
[১০৬] - খেতে হবে বাধ্য  
[১০৭] - তাতে নেই পুষ্টি  
[১০৮] - নয় মোটে মিষ্টি  
[১০৯] - বিষক্ত অতিশয়  
[১১০] - কাটারয় দেহময়  
[১১১] - যখনই খেতে যায়  
[১১২] - গলাতেই বেধে যায়  
[১১৩] - ক্ষিদের ভীষণ চোটে  
[১১৪] - তাই খায় চেটে পুটে  
[১১৫] - লাভ তাতে হয় না  
[১১৬] - পেটটাও ভরে না  
[১১৭] - পুষ্টি নেইকো মোটে  
[১১৮] - ক্ষিদেটাও না মেটে  
[১১৯] - যেনো কোনো রাক্ষস  
[১২০] - পেটে করে ফোস ফোস  
[১২১] - সে ক্ষুধার তাড়নায়

[১২২] - কেউ খায় স্বেচ্ছায়  
[১২৩] - খেতে যে না চায়  
[১২৪] - বাচিবার পথ নাই  
[১২৫] - মালাইকা ধরে ধরে  
[১২৬] - খাওয়াবেই জোর করে  
[১২৭] - যখনই খেতে গেলে  
[১২৮] - খাবার বাধবে গলে  
[১২৯] - সে খাবার ছাড়াতে  
[১৩০] - পানি ঢেলে গলাতে  
[১৩১] - পানিটা গরম অতি  
[১৩২] - তাতেও চরম ক্ষতি  
[১৩৩] - গলিত শিশার মতো  
[১৩৪] - স্বাদটাও বিকৃত  
[১৩৫] - পিপাসার নিবারনে  
[১৩৬] - তাই গেলে অকারণে  
[১৩৭] - তৃপ্তি হয় না মোটে  
[১৩৮] - তৃষ্ণা যায় না মিটে  
[১৩৯] - মুখের নিকটে এলে  
[১৪০] - চামড়াটা যায় গলে  
[১৪১] - তবু তারা জোর করে  
[১৪২] - সেই পানি পেটে ভরে

[১৪৩] - ভীষন গরমে তার  
[১৪৪] - সব হয় ছারখার  
[১৪৫] - নাড়ি ভুড়ি গলে গিয়ে  
[১৪৬] - বের হয় নিচ দিয়ে  
[১৪৭] - এভাবেই বারে বারে  
[১৪৮] - অনেক চেষ্টা করে  
[১৪৯] - পেট তবু ভরে না  
[১৫০] - খিদেটাও সরে না  
[১৫১] - খিদেই তাড়নে শেষে  
[১৫২] - হাতটা চিবিয়ে বসে  
[১৫৩] - তাতেও হয়না কিছু  
[১৫৪] - খিদেই ছাড়ে না পিছু  
[১৫৫] - এভাবে ক্ষুদার জ্বালা  
[১৫৬] - খেলবে ভয়াল খেলা  
[১৫৭] - কোনোদিন কোনো কালে  
[১৫৮] - কমবে না এক তিলে

#### জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু

[১৫৯] - আরও আছে কত কিছু  
[১৬০] - সাপ বিছা নেয় পিছু  
[১৬১] - কদাকার দেহ তার  
[১৬২] - বিষাক্ত বিষধর



[১৬৩] - বিষ তার নিশ্বাসে  
[১৬৪] - শরীরের নির্যাসে  
[১৬৫] - অতিকায় বিষ দাঁত  
[১৬৬] - লম্বায় বিশ হাত  
[১৬৭] - একবার কামড়ালে  
[১৬৮] - যুগ যুগ ধরে জ্বলে  
[১৬৯] - প্রতিদিন তারা সবে  
[১৭০] - দুবেলা কামড় খাবে  
[১৭১] - কিলবিলে পোকা সবে  
[১৭২] - চামড়ার নিচে রবে  
[১৭৩] - খসখস করে সেথা  
[১৭৪] - ঘুরাফিরা করবে তা  
[১৭৫] - জাহীমের কিনারায়  
[১৭৬] - সাপ বিছা ভরে রয়  
[১৭৭] - যদি কেউ কোনো ভাবে  
[১৭৮] - কিনারায় চলে যাবে  
[১৭৯] - ঝাকে ঝাকে পোকা সবে  
[১৮০] - দংশন করে যাবে  
[১৮১] - ভীষণ ভয়েই শেষে  
[১৮২] - পিছনেই ফিরে আসে  
[১৮৩] - তাড়াতাড়ি লাফ মেরে

[১৮৪] - আগুনেরই মাঝে পড়ে  
[১৮৫] - একটু স্বস্তি পেতে  
[১৮৬] - ছুটে যায় সৈকতে  
[১৮৭] - কিন্তু সে দরিয়ায়  
[১৮৮] - সাপ বিছা ঘিরে নেয়  
[১৮৯] - তারপরে ঝাঁকে ঝাঁকে  
[১৯০] - ছোবল মারতে থাকে  
[১৯১] - সে বিষের যাতনায়  
[১৯২] - দেহটা ঝলসে যায়  
[১৯৩] - চামড়াটা খুলে শেষে  
[১৯৪] - ঝুলে যায় পায়ে এসে  
[১৯৫] - ভয় পেয়ে তারা সবে  
[১৯৬] - আগুনেই ফিরে যাবে

### জাহান্নামের মানাইকা

[১৯৭] - অসংখ্য অগ্নিত  
[১৯৮] - মালুক আছে অনুগত  
[১৯৯] - আগুনের পাহারায়  
[২০০] - নির্দয় নির্ভয়  
[২০১] - কঠে কঠিন স্বর  
[২০২] - চেহারাটা ভীতিকর  
[২০৩] - দেখেই ভীষণ ভয়ে

[২০৪] - শিহরন জাগে গায়ে  
 [২০৫] - মনে নেই মমতা  
 [২০৬] - দেখলেই বুঝবে তা  
 [২০৭] - লোহার দেলটা যেনো  
 [২০৮] - হাসি নেই মুখে কোনো  
 [২০৯] - কঠিন শাস্তি যত  
 [২১০] - দিয়ে চলে অবিরত  
 [২১১] - বিশাল হাতুড়ি দিয়ে  
 [২১২] - প্রহার করবে গাঁয়ে  
 [২১৩] - শরীরের হাড় তার  
 [২১৪] - ভেঙে হবে চুরমার  
 [২১৫] - ভীষণ সে আঘাতে  
 [২১৬] - পুতে যায় মাটিতে  
 [২১৭] - আবারও তুলে এনে  
 [২১৮] - কঠিন আঘাত হানে  
 [২১৯] - এভাবেই চিরকালে  
 [২২০] - শাস্তিটা দিয়ে চলে

### আগুনের পাহাড়

[২২১] - আগুনের অতি কাছে  
 [২২২] - সউদ পাহাড় আছে  
 [২২৩] - অতীশয় লম্বা

[২২৪] - আগুনেরই খাম্বা  
 [২২৫] - সত্তর বর্ষে  
 [২২৬] - যায় তার শীর্ষে  
 [২২৭] - মালাইকা ধরে ধরে  
 [২২৮] - উপরে নেয় তারে  
 [২২৯] - তারপরে জোরে ঠেলে  
 [২৩০] - পাহাড়ের নিচে ফেলে  
 [২৩১] - উঠতে চায় না তারা  
 [২৩২] - কিন্তু পায় না ছাড়া  
 [২৩৩] - তারা সবে একা একা  
 [২৩৪] - ঘিরে রবে মালাইকা  
 [২৩৫] - সামনে একটি দলে  
 [২৩৬] - শিকল বাধবে গলে  
 [২৩৭] - তারপরে টেনে টেনে  
 [২৩৮] - উপরেই তুলে আনে  
 [২৩৯] - মালাইকা আরও কিছু  
 [২৪০] - রবে তার পিছু পিছু  
 [২৪১] - বিশাল হাতুড়ি হাতে  
 [২৪২] - আঘাত হানবে তাতে  
 [২৪৩] - যখনই পড়বে পিঠে  
 [২৪৪] - সজোরে চলবে ছুটে

[২৪৫] - এভাবেই বারেবারে

[২৪৬] - শাস্তিটা দেয় তারে

### মুনাফিকের শাস্তি

[২৪৭] - যেই জন নিজ মুখে

[২৪৮] - কালেমা বলতে থাকে

[২৪৯] - মন তার মানে না

[২৫০] - কথা কাজে মেলে না

[২৫১] - সেই হলো মুনাফিক

[২৫২] - শাস্তি পাবেই ঠিক

[২৫৩] - সবই তার কারসাজী

[২৫৪] - দ্বীন নিয়ে ধোকাবাজী

[২৫৫] - বিনিময়ে সেই দিনে

[২৫৬] - সেই যাবে বোকা বনে

[২৫৭] - হাশরে প্রথম দিকে

[২৫৮] - মুমিন আর মুনাফিকে

[২৫৯] - যোগ দেয় এক সাথে

[২৬০] - নূর পায় হাতে হাতে

[২৬১] - মুনাফিক যেই জনে

[২৬২] - সেই জন সেই ক্ষনে

[২৬৩] - ভাববে আপন মনে

[২৬৪] - বেঁচে গেছি এ জীবনে

[২৬৫] - ধোকাবাজী ফাঁকিবাজি

[২৬৬] - দেখেনিকো কেউ বুঝি

[২৬৭] - কিন্তু যখন সবে

[২৬৮] - সিরাতে পার হবে

[২৬৯] - একটু সময় বাদে

[২৭০] - পড়বে সে বিপদে

[২৭১] - নূর তার নিভে যাবে

[২৭২] - আধারেই পড়ে রবে

[২৭৩] - সঠিক ঈমান যার

[২৭৪] - সেই শুধু হবে পার

[২৭৫] - নূর তার জ্বলে রবে

[২৭৬] - আধার তো দূর হবে

[২৭৭] - সে সময় মুনাফিকে

[২৭৮] - মুমিনকে বলে ডেকে

[২৭৯] - আমাদের নিয়ে যাও

[২৮০] - আলোটাও জ্বেলে দাও

[২৮১] - মুমিনরা বলে তাকে

[২৮২] - যাও না পিছন দিকে

[২৮৩] - পুনরায় আলো জ্বেলে

[২৮৪] - আবার আসবে চলে

[২৮৫] - এভাবেই তামাশায়

[২৮৬] - নিফাকীর শোধ নেয়  
 [২৮৭] - পরে সব মুনাফিকে  
 [২৮৮] - পড়ে যায় দোজখে  
 [২৮৯] - যারা আছে মুনাফিক  
 [২৯০] - শাস্তি অত্যাধিক  
 [২৯১] - জাহীমের গভীরে  
 [২৯২] - নিশিতের আধারে  
 [২৯৩] - লোহার এক সিন্দুকে  
 [২৯৪] - বন্দি হয়েই থাকে  
 [২৯৫] - খবর থাকে না তার  
 [২৯৬] - কে কোথা আছে আর  
 [২৯৭] - নির্জনে এই ভাবে  
 [২৯৮] - আজীবনে সাজা পাবে

জাহান্নামে গিয়ে জান্নাতিদের সাথে  
জাহান্নামীদের আলাদা

[২৯৯] - আল্লাহ হিসাব দেখে  
 [৩০০] - আগুনে দেবেন যাকে  
 [৩০১] - জান্নাতী হবে যারা  
 [৩০২] - তাদের বলবে তারা  
 [৩০৩] - তোমাদের জান্নাতে  
 [৩০৪] - যা কিছু দেয় খেতে

[৩০৫] - আর আছে যেই পানি  
 [৩০৬] - দাও না একটুখানি  
 [৩০৭] - মুমিনরা বলে তাকে  
 [৩০৮] - কি হবে এখন ডেকে  
 [৩০৯] - জান্নাতী সব খানা  
 [৩১০] - কাফিরের খেতে মানা  
 [৩১১] - আল্লাহর বাণী এটা  
 [৩১২] - মানতেই হবে সেটা  
 [৩১৩] - যেই যাবে দোজখে  
 [৩১৪] - মুমিন বলবে তাকে  
 [৩১৫] - করলে কিবা কাজ  
 [৩১৬] - অনলে এলে আজ  
 [৩১৭] - বলবে সবে তারা  
 [৩১৮] - নামাজ পড়িনি মোরা  
 [৩১৯] - মিসকিন লোক দেখে  
 [৩২০] - দেইনি খাবার তাকে  
 [৩২১] - কাফিরের দলে জুটে  
 [৩২২] - তামাশায় দিন কাটে  
 [৩২৩] - অস্বীকার করি শেষে  
 [৩২৪] - আখিরাত দিবসে  
 [৩২৫] - সুপারিশ তাই আজ

[৩২৬] - করেনিকো কোনো কাজ

[৩২৭] - পুড়ছি আগুন মাঝে

[৩২৮] - সময় কাটছে বাজে

### যাকাত না দেওয়ার শাস্তি

[৩২৯] - যে জন নিসাব হলে

[৩৩০] - যাকাত দেয় না মালে

[৩৩১] - মাল তার কাল হবে

[৩৩২] - সাপ হয়ে দংশাবে

[৩৩৩] - জমানো সোনা চাঁদি

[৩৩৪] - যাকাত না দেয় যদি

[৩৩৫] - আগুণে তাপ দিয়ে

[৩৩৬] - সেক দেয় তার গাঁয়ে

[৩৩৭] - পশু হলে দলে মলে

[৩৩৮] - চটকাবে নিচে ফেলে

[৩৩৯] - শাস্তির নাও সাদ

[৩৪০] - আমি সেই সম্পদ

### জাহান্নামে গিয়ে কাফিরদের দুই

#### দিনের মধ্যে আলাপ

[৩৪১] - কাফিরে দলে দলে

[৩৪২] - আগুনে যাবে চলে

[৩৪৩] - নেতা গোতা আছে যারা

[৩৪৪] - আগেই ঢুকবে তারা

[৩৪৫] - অনুগত অনুসারী

[৩৪৬] - যাবে তার পরপরই

[৩৪৭] - প্রথমেই যারা ঢোকে

[৩৪৮] - পরের দলকে দেখে

[৩৪৯] - তামাশার ছলে বলে

[৩৫০] - তোমরাও চলে এলে

[৩৫১] - সকলে ধ্বংস হও

[৩৫২] - আগুনের স্বাদ নাও

[৩৫৩] - শেষের দলটি বলে

[৩৫৪] - তোমরাই নেতা ছিলে

[৩৫৫] - ছলে বলে কৌশলে

[৩৫৬] - আগুনেই ফেলে দিলে

[৩৫৭] - তোমরা অধিক দোষী

[৩৫৮] - শাস্তি পাবেই বেশি

[৩৫৯] - আল্লাহ বলেন শেষে

[৩৬০] - তোমরাই কম কিসে

[৩৬১] - সকলে সমান দোষী

[৩৬২] - দুজনেই পাবে বেশি

[৩৬৩] - সেদিন বিচার শেষে

[৩৬৪] - ইবলিস বলে এসে

[৩৬৫] - শোনো সবে আজ বলি  
[৩৬৬] - আমাকে দিয়ো না গালি  
[৩৬৭] - তোমরা আপন দোষে  
[৩৬৮] - ঢুকলে আগুন দেশে  
[৩৬৯] - ছিলো না শক্তি মোর  
[৩৭০] - করবো কাউকে জোর  
[৩৭১] - মিথ্যা কথার ছকে  
[৩৭২] - ডেকেছি আড়াল থেকে  
[৩৭৩] - সকলে তাতেই ভুলে  
[৩৭৪] - সেই ডাকে সাড়া দিলে  
[৩৭৫] - আমার সেসব কথা  
[৩৭৬] - সব হলো আজ বৃথা  
[৩৭৭] - আল্লাহ যা বলেছিল  
[৩৭৮] - সেটাই সত্য ছিল  
[৩৭৯] - কাফিরের দল যারা  
[৩৮০] - আগুনেই যাবে তারা  
[৩৮১] - আজ কেউ কারো তরে  
[৩৮২] - আসবে না উপকারে  
[৩৮৩] - বাঁচার রাস্তা নেই  
[৩৮৪] - থাকো সবে আগুনেই

### মালিক ফেরেশতার সাথে কথা

[৩৮৫] - জাহীমের সর্দার  
[৩৮৬] - মালিক নামটা তার  
[৩৮৭] - তাকেই সবাই বলে  
[৩৮৮] - আপন রবকে বলে  
[৩৮৯] - শাস্তিটা একদিন  
[৩৯০] - একটু কমিয়ে দিন  
[৩৯১] - মালিক তাদের বলে  
[৩৯২] - চিরদিন চিরকালে  
[৩৯৩] - তোমরা কাফির সবে  
[৩৯৪] - দোজখেই থেকে যাবে  
[৩৯৫] - এভাবেই তারা সবে  
[৩৯৬] - আগুনেই থেকে যাবে  
[৩৯৭] - শাস্তি কমে না মোটে  
[৩৯৮] - উল্টো বৃদ্ধি ঘটে

### দুনিয়াতে ফিরে আসার ইচ্ছা

[৩৯৯] - কাফির লোক যারা  
[৪০০] - বিচারের পর তারা  
[৪০১] - মাথাটা ঝুকিয়ে রেখে  
[৪০২] - আল্লাহকে বলে ডেকে  
[৪০৩] - স্বীকার করছি সবে

[৪০৪] - পাপেই ছিলাম ডুবে  
[৪০৫] - লোভকে করিনি রোধ  
[৪০৬] - এখন হয়েছে বোধ  
[৪০৭] - যদি মোরা পুনরায়  
[৪০৮] - দুনিয়াতে ফিরে যায়  
[৪০৯] - ঈমান আমল করে  
[৪১০] - জান্নাতে যাবো ফিরে  
[৪১১] - বলেন আল্লাহ পাকে  
[৪১২] - কিতাবে দিয়েছি লিখে  
[৪১৩] - কাফির যারা হবে  
[৪১৪] - আগুনে জ্বলতে হবে  
[৪১৫] - মৃত্যুর পরে আর  
[৪১৬] - পথ নেই ফিরবার  
[৪১৭] - আল্লাহর দরবারে  
[৪১৮] - বলে তারা বারেবারে  
[৪১৯] - আজকে সবাই মোরা  
[৪২০] - হয়েছে ভাগ্য হারা  
[৪২১] - প্রভু হে তুমি তাও  
[৪২২] - মোদের মুক্তি দাও  
[৪২৩] - আল্লাহ বলেন রেগে  
[৪২৪] - চলে যাও দূরে ভেগে

[৪২৫] - চুপ করে থাকো হেথা  
[৪২৬] - বলবে না কোনো কথা  
[৪২৭] - দুনিয়ার সে জীবনে  
[৪২৮] - আমার বান্দাগনে  
[৪২৯] - কঠিন ঈমান এনে  
[৪৩০] - বলতো আমার শানে  
[৪৩১] - প্রভু হে তুমি বড়ো  
[৪৩২] - আমাদের ক্ষমা করো  
[৪৩৩] - তোমরা সে ডাক শুনে  
[৪৩৪] - হাসি পেতে মনে মনে  
[৪৩৫] - আজকের এই দিনে  
[৪৩৬] - সবরের প্রতিদানে  
[৪৩৭] - তাদের দিয়েছি আমি  
[৪৩৮] - শান্তি সুখের ভূমি

### মৃত্যুকে ডাকা

[৪৩৯] - বারেবারে তারা সবে  
[৪৪০] - আল্লাহকে ডেকে যাবে  
[৪৪১] - মুক্তি পায় না তবু  
[৪৪২] - শান্তি পায় না কভু  
[৪৪৩] - অবশেষে আফসোসে  
[৪৪৪] - বাঁচার জন্য সে

- [৪৪৫] - বারেবারে নিজ মুখে  
 [৪৪৬] - ডেকে যায় মৃত্যুকে  
 [৪৪৭] - কিন্তু সে বাঁচবে না  
 [৪৪৮] - মৃত্যুও আসবে না  
 [৪৪৯] - তাই তারা আজীবনে  
 [৪৫০] - রয়ে যাবে আগুনে

### ঠাট্টার বদলে ঠাট্টা

- [৪৫১] - এভাবে কাফির লোকে  
 [৪৫২] - আগুনেই পড়ে থাকে  
 [৪৫৩] - মুমিন যারাই হবে  
 [৪৫৪] - জান্নাতে সুখে রবে  
 [৪৫৫] - সকল কাফির লোকে  
 [৪৫৬] - মুমিনগণকে দেখে  
 [৪৫৭] - তামাশা করার ছলে  
 [৪৫৮] - হেসে হেসে আজ বলে  
 [৪৫৯] - ঈমান এনেছে যারা  
 [৪৬০] - তারা সবে পথ হারা  
 [৪৬১] - এ কথার প্রতিদানে  
 [৪৬২] - আজকের এই দিনে  
 [৪৬৩] - হাসবে মুমিন যারা  
 [৪৬৪] - খুশিতে আত্মহারা

- [৪৬৫] - মনেতে ফুর্তি নিয়ে  
 [৪৬৬] - চেয়ারে হেলান দিয়ে  
 [৪৬৭] - বলবে কাফির সবে  
 [৪৬৮] - ফল কি পেয়েছে তবে?

### প্রার্থনা

- [৪৬৯] - গভীর রাতের মাঝে  
 [৪৭০] - কখনও সকাল সাঝে  
 [৪৭১] - দোয়া করে বলি রব  
 [৪৭২] - মাফ করো গোনা সব  
 [৪৭৩] - রাজাদের রাজা তুমি  
 [৪৭৪] - অধম বান্দা আমি  
 [৪৭৫] - আগুনের কথা শুনে  
 [৪৭৬] - ভয় জেগে ওঠে মনে  
 [৪৭৭] - শাস্তি পাওয়ার ভয়ে  
 [৪৭৮] - জল নামে আখিদ্বয়ে  
 [৪৭৯] - ভয়ে হই জড়ো সড়ো  
 [৪৮০] - প্রভু তুমি ক্ষমা করো  
 [৪৮১] - তপ্ত আগুন থেকে  
 [৪৮২] - বাঁচাও এই বান্দাকে

= সমাপ্ত =